POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ
فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ
وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا (النساء:81)

যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে; এবং যে কেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেইক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৮১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 42

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

15 অক্টোবর, 2020 ● 27 সফর 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হযরত আবু আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে, তখন তোমরা আমীন বল। যার কথা ফিরিশতাদের কথা অনুরূপ হয়েছে, তার কৃত পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হযরত আবুবাকার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (সা.)-এর কাছে সেই সময় পৌঁছন যখন তিনি রুকুতে ছিলেন। তখন তিনি (রা.) সারিতে দাঁড়ানোর পূর্বে রুকু করেন আর একথা নবী করীম (সা.)এর কাছে উল্লেখ করলে আঁ হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার মধ্যে পুণ্যকর্মের প্রতি আরও মোহ তৈরী করুন। এমনটি পুনরায় করবেন না।

(হযরত সৈয়্যদ যাইনুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ইমাম মালিক এবং আরও অনেক ফিকাহবিদ এবিষয়টি বৈধ মনে করেন যে, যদি মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তি মনে করে, যে সারিতে দাঁড়ানোর সময়টুকুর মধ্যে ইমাম রুকু থেকে উঠে দাঁড়াবেন, তবে সে যেখানে আছে সেখানেই রুকু করে নিক এবং এই অবস্থাতেই সারির সঙ্গে যোগ দিক। ইমাম শাফি এটিকে অপছন্দনীয় কাজ বলে মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা এটিকে একা ব্যক্তির জন্য অপছন্দনীয় মনে করেন। কিন্তু যদি একাধিক ব্যক্তি থাকে, তবে সেক্ষেত্রে এটিকে তিনি বৈধ বলে মনে করেন। উপরোক্ত হাদীস থেকে ইমাম শাফির পন্থার সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.) এরর আগ্রহের প্রশংসা করেছেন এবং দোয়া করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তা নিষিদ্ধ করেছেন। নামাযে স্থৈর্য, শালীনতা ও বিনম্রতা একান্ত আবশ্যক আর এই কাজ এগুলির পরিপন্থী।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

নিজের ধর্মীয় ভাইকে কখনও ঘৃণা করো না। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে কখনও অযথা গর্ব করো না কিম্বা নিজের বংশ গৌরব নিয়ে গর্ব করে অপরকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করো না। কাউকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। কারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়া উচিত নয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের নৈতিক অবস্থা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে কাউকে সদুপদেশ দেওয়া কিম্বা ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন করা এমন সময় হয়, যাতে সে ক্ষুব্ধ না হয়। কাউকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। কারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। জামাতের মধ্যে পারস্পরিক মনমালিন্য থাকা উচিত নয়। নিজের ধর্মীয় ভাইকে কখনও ঘৃণা করো না। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে কখনও অযথা গর্ব করো না কিম্বা নিজের বংশ গৌরব নিয়ে গর্ব করে অপরকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করো না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি সম্মানীয়, যে তাকওয়াশীল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ । (আল হুজরাত: ১৪) বিজনদরে প্রতিও সদাচারী হওয়া উচিত। কেননা হীন আচরণের নমুনাও ভাল বিষয় নয়। লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা করার ছুতো খুঁজে। সাধারণ মানুষ একটি প্লেগে জর্জরিত আর আমাদের জামাতকে দুটি প্লেগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদি জামাতের কোনও ব্যক্তি কোনও অসৎ কর্ম করে, তবে সমগ্র জামাতের উপর দুর্নাম বর্তায়। বুদ্ধিমত্তা, কোমলতা এবং মার্জনার গুণ বিকশিত কর। মানুষের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরও অতি বিনম্রতা ও মর্যাদাসহকারে দাও। গালমন্দের জবাব গালমন্দ যেন না হয়। আমি জানি, হযরত ঈসা (আ.) এর শিক্ষাতেও এমনই কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ছিল, যদিও তিনি এমন নমনীয় শিক্ষা দিতেন, তথাপি ইহুদীরা তাঁকে অবিরাম কষ্ট দিত। সেই যুগের পরিস্থিতি নিশ্চয় ইঞ্জিলের শিক্ষারই উপযোগী ছিল। এই মুহূর্তে আমাদের জামাতের অবস্থাও প্রায় তদনুরূপ। তোমরা কি দেখ না যে, মার্টিন ক্লার্ক নামের জনৈক খৃষ্টানের মুকাদ্দমায় মহম্মদ হোসেনও তার পক্ষেই সাক্ষী দিয়েছে। ধরে নাও যে স্বজাতির পক্ষ থেকে কোনও প্রকার আশা নেই। বাকি রইল সরকার, যাকে আমার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী হয়ে উঠতে প্ররোচিত করা হয়েছে। আর সরকার অনেকাংশে নিরুপায়ও বটে। খোদা না করুক, তারা আমার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ুক, কেননা তারা অদৃশ্য পরিজ্ঞাত নয়। এই কারণেই আমাকে অনেক বার সরকারের নিকট বিশেষভাবে স্মারক প্রেরণ করতে হয়েছে এবং নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে হয়েছে। যাতে তারা সঠিক ও সত্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। এই বিপদের যুগে আত্মসংবরণ করে তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ও শিক্ষা নাও, এটিই আমার উদ্দেশ্য।

জগত লয়শীল, আর সকলকেই একদিন মরতে হবে। ধর্মের বিষয়েই আমাদের আনন্দ নিহিত। ধর্মই তো আমাদের পরম উদ্দেশ্য। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ১৯৩)

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীদের সমান মানবাধিকার স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। আর রসূল করীম (সা.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি নারীদের সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতে "সার্বজনীন নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ হিসেবে পুরুষ ও মহিলাদের অধিকার সমূহ সমান। যেভাবে মহিলাদের জন্য পুরুষদের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান থাকা আবশ্যক, অনুরূপভাবে পুরুষদের জন্যও মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক আর এ বিষয়ে তারা যেন কোনও প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে।

রসুল করীম (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের কোনও অধিকার স্বীকৃত ছিল না। বরং তাদেরকে অন্যান্য সম্পদের মত এক স্থাবর সম্পত্তি মনে করা হত আর তাদের জন্মকে কেবল পুরুষদের আনন্দের কারণ বলে গণ্য করা হত। এমনকি তথাকথিত সমান অধিকারের সমর্থক খৃষ্টানদের ঐশী গ্রন্থেও মহিলাদের সম্পর্কে লেখা আছে যে, 'তবে পুরুষদেরকে নিজেদের মাথা আবৃত করা উচিত নয়, কেননা তারা খোদার রূপ ও প্রতাপের বিকাশস্থল। নারী হল পুরুষদের গৌরব (কুরনিথি, ১১ অধ্যায়, আয়াত: ৭)। অনুরূপভাবে লেখা আছে যে, 'আমি এ বিষয়ের অনুমতি দিব না যে মহিলারা শিক্ষা দান করুক।' (তামতাউস, অধ্যায় ২, আয়াত:১২)

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীদের সমান মানবাধিকার স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। আর রসূল করীম (সা.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি নারীদের সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতের অর্থ মানুষের হৃদয়াঙ্গাম করিয়েছেন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯-২০২০ সালে জামাতে আহমদীয়ার উপর হওয়া ঐশী কৃপা বর্ষণের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটির উল্লেখ

গত বছর ৯৮ টি দেশের ২২০ টি জাতি থেকে ১লক্ষ ১২ হাজার ১৭৯ ব্যক্তি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ১৬টি পুস্তক হিন্দিতে অনুদিত হয়েছে, এছাড়াও রূহানী খাযায়েনের ২০তম খণ্ডের ৬টি পুস্তক ও তফসীরে কবীরে

১ম খণ্ডের আরবী অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার ছাড়া জামাত আহমদীয়া ৮৪টি দেশে টিভি এবং রেডিও চ্যানেলে ইসলামের শান্তিপ্রিয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এবছর এগারো হাজার ৬৩টি টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৬ হাজার ৮৪২ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আর রেডিও স্টেশন ছাড়া বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশনে ১৮ হাজার ৪৭৯ ঘন্টা দৈর্ঘের ২২ হাজার ১৬৭টি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। আর টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে প্রায় ৫২ কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর ভাষণ প্রদত্ত ৯ই আগস্ট, ২০২০, স্থান: আইওয়ানে মসরূর, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্য।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

যেমনটি গত পরশুর খুতবায় আমি বলেছিলাম যে জলসা সালানার প্রতিবেদনের অবশিষ্টাংশ উপস্থাপন করব। ইনশআল্লাহ্। বা বলতে পারেন যে গত বছর জামাতের উপর আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করব। প্রতিবেদনের যে সারাংশ তৈরী করা হয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও সেটুটুকও শোনাতে পারব না, এতেও কাটছাঁট করতে হয়েছে। যাইহোক আজ আমি যেখান থেকে আরম্ভ করছি তা দপ্তরের পূর্বের রিপোর্ট অর্থাৎ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরের ।

ওকালত তামিল ও তানফিয লন্ডনে রয়েছে। এই দপ্তরটি ভারত, নেপাল এবং ভুটান সংক্রান্ত বিষয়াদির তদারকি করে থাকে আর আমার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, এদের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে যায়। এর অধীনে অনেক কাজ হয়, যার সারাংশ আমি বর্ণনা করছি। বর্তমানে কাদিয়ানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমস্ত পুস্তকাবলীর পূর্ণাঙ্গ হিন্দি অনুবাদের কাজ হচ্ছে। আর এই তত্ত্বাবধান এখান থেকে ওকালতের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর এপর্যন্ত কাদিয়ানের নাযির সাহেব নশর ও ইশায়াতের রিপোর্ট অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আরও ষোলটি পুস্তকের হিন্দি অনুবাদ প্রথম বার প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে একুশটি পুস্তক প্রিন্টিং, কমপোজিং, প্রুফ রিডিং এবং রিভিউ পর্যায়ে রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে যে আরবী কুরআন প্রকাশিত হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও নাযারত ইশায়াত অনেক কাজ করেছে, যেমনটি আমি খুতবায় সে বিষয়ে উল্লেখ করেছি।

অনুরূপভাবে সেখানে তবলীগের কাজও হচ্ছে, পরিস্থিতি অনুসারে যতটা সম্ভব, অনলাইন তবলীগ হচ্ছে।

আরবী ডেস্ক: আরবী ডেস্কের অধীনে গত বছর পর্যন্ত যে সমস্ত বই ও পামফ্লেট আরবীতে প্রস্তুত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলির মোট সংখ্যা হল ১৪৫টি। রূহানী খাযয়েনের ২০তম খণ্ডে যে ৬টি পুস্তক রয়েছে, সেগুলি এবছর ছাপানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। তফসীরে কবীরের ১ম খণ্ড পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একাধিক পুস্তকের অনুবাদের কাজ চলছে। অনুরূপভাবে খোলাফায়ে কেরামের ভাষণ ও লেখনীসমূহের অনুবাদের কাজ চলছে। যেগুলির মধ্যে কয়েকটি কাজ সম্পূর্ণ করে পাঠানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সেগুলিও শীঘ্রই চলে আসবে। জামাতের কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত আরবী পুস্তকাবলী এবং আমার খুতবা ও ভাষণাবলীর অনুবাদ এবং আরও অনেক প্রবন্ধ ও হাজার হাজার প্রশ্ন ও আপত্তির যে বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও আপলোড করা হয়। আল হামদোলিল্লাহ। হাওয়ারুল মুবাশ্বের, লিকা মাআল আরাব, মিনহাজুত তালিবীন, মাজালিস জিকর, ইরফানে ইলাহি, এবং সীরুল মাহদী অনুষ্ঠানের ভিডিও-ও এতে দেওয়া আছে। আর খুতবাগুলি ২০০৮ সাল থেকে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 'আত্তাকওয়া' পত্রিকাটিও ওয়েব সাইটে রয়েছে।

এরপর রয়েছে ফ্রেঞ্চ ডেস্ক। এতেও এম.টিএ তে সম্প্রচারিত খুতবা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ জামাতের পুস্তক-পুস্তিকা এবং অনুবাদের কাজ তাদের দায়িত্বে রয়েছে। এছাড়াও ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী দেশগুলিতে চিঠিপত্র আদান প্রদানের কাজ এদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সোশাল মিডিয়া এবং ফ্রেঞ্চ ওয়েবসাইট এবং ফ্রেঞ্চ ওয়েব টিভির মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচারের কাজ তাদের দায়িত্বে। ২০০৯ সালের নভেম্বরে ফ্রেঞ্চ ওয়েব সাইটের পথ চলা শুরু। আর এখনও পর্যন্ত ৬কোটি ৫১ লক্ষ বার ওয়েব সাইটি ভিজিট করা হয়েছে। লোকেদের প্রশ্নের উত্তর ইমেলের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে এবং অনুরূপভাবে খুতবা জুমার অডিও ও ভিডিও রিকার্ডিং নিয়মিত আপলোড করা হয়েছে। এতে জামাতের খবরাখবরও আপলোড করা হয়ে থাকে। এছাড়াও জামাতের বই-পুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, সেগুলি এদের দায়িত্বে।

এরপর রয়েছে তুর্কিশ ডেস্ক। এখানে গত বছর প্রায় আঠারো উনিশটি পুস্তকরে অনুবাদের রিভিউ করে সেগুলিকে ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যেগুলি খুব শীঘ্রই হাতে আসবে। এম.টি.এ তে প্রচারের জন্য তুর্কি ভাষায় এবছর ৪৩টি অনুষ্ঠান রেকর্ড করানো হয়েছে। ত্রৈমাসিক তুর্কি পত্রিকা 'মায়ানবিয়াত' জার্মানী থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ছোটদের তরবীয়তের জন্য ইন্টারনেটে প্রশ্নোত্তর সংবলিত ধর্মীয় পাঠক্রম উপস্থাপন করা হয় যেখানে তুর্কি আহমদী শিশুরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

এরপর রয়েছে রাশিয়ান ডেস্ক। এতেও সমস্ত জুমার খুতবা এবং অন্যান্য ভাষণসমূহের অনুবাদের কাজ দেওয়া হয়েছে এবং তারা অত্যন্ত সুচারুরূপে অনুবাদের কাজ করছে। অনুরূপভাবে এই সব অনুবাদকদের মধ্যে রাশিয়ান ভাষায় পারদর্শী আমাদের পাকিস্তানের মুরুব্বীগণ ছাড়াও সেখানে রাশিয়ান বংশোদ্ভুত ব্যক্তিদের মধ্যে আমীল সাহেব এবং দামীর সফী উল্লাহ্ সাহেব রয়েছেন। আর তাদের অনুবাদ যাচাই করে দেখেন আমাদের মুয়াল্লিম রুস্তম হাম্মাদ ওলী সাহেব। সপ্তাহে দুই দিন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার, জুমার খুতবা এম.টি.এতে রাশিয়ান ভাষায় প্রচারিত হয়। এছাড়াও ইউটিউব এবং আরটিউবেও প্রচারিত হয়। বছর ব্যাপী কেবল ইউটিউবের মাধ্যমেই সাতান্ন হাজার মানুষ জুমার খুতবা শুনেছে।

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

আবু বাকার আমাদের নেতা আর তিনি আমাদের নেতা অর্থাৎ বেলালকে মুক্ত করেছেন। (হযরত উমর)

হযরত বেলাল (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর সারা জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে মুয়াজ্জিন থেকেছেন আর ইসলামে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আযান দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুয়াযিযন সাবিকুল হাবশা মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত বেলাল বিন রাবাহ (রা.)এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

তিন জন মরহুমের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব। তারা হলেন, স্নেহের রঊফ বিন মকসুদ (জামিয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ছাত্র), মাননীয় যাফর ইকবাল কুরায়েশি সাহেব (সাবেক নায়েব আমীর ইসলামাবাদ, পাকিস্তান), সেনেগালের সম্মানীয় কাবেনে বাজাকাটে সাহেব এবং মাননীয় মুবাশ্বির লতিফ সাহেব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১১ সেপ্টেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১১ তাবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব, তিনি হলেন হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ (রা.)। হযরত বেলাল-এর পিতার নাম ছিল রাবাহ্ এবং মাতার নাম ছিল হামামা। হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে আবু আব্দুর রহমান এবং আবু আব্দুল করীম আর আবু আমর-ও উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বেলাল (রা.)-এর মাতা ইথিওপিয়ার অধিবাসিনী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন আরব। গবেষকগণ লিখেছেন যে, তিনি ইথিওপিয়ান 'সামী' জাতির সাথে সম্পর্ক রাখতেন। অর্থাৎ প্রাচীণ যুগে 'সামী' বা কতিপয় আরব গোত্র আফ্রিকায় গিয়ে বসবাস করা আরম্ভ করেছিল। যে কারণে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের দেহের বর্ণ যদিও আফ্রিকার অন্যান্য জাতির ন্যায় হয়ে যায়, কিন্তু সেখানকার বিশেষ লক্ষণাবলী ও রীতিনীতি তাদের মাঝে প্রকাশিত হয়নি নি। পরবর্তীতে তাদের মাঝ থেকে কতিপয় লোক ক্রীতদাস হিসেবে আরবে ফিরে যায়। তারা যেহেতু কৃষ্ণ বর্ণের ছিল তাই আরবরা তাদেরকে হাবসী অর্থাৎ ইথিওপিয়ার অধিবাসী-ই মনে করত।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত বেলাল মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মুয়াল্লেদ'দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'মুয়াল্লেদ' তাদেরকে বলা হতো যারা খাঁটি আরব নয়। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি 'সুরা'-য় জন্মগ্রহণ করেন। আর 'সুরা' ইয়েমেন এবং ইথিওপিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত, যেখানে মিশ্র জনগোষ্ঠীর ব্যপক বসতি রয়েছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৪-১৭৫)(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড,পৃ: ৪১৫) (রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫) (উসদুল গাবাহ, (অনুবাদ) ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩)

হযরত বেলালের বর্ণ গোধুম ও কালচে। দেহ শীর্ণ , মাথার চুল ঘন কিন্তু গালে মাংস খুবই কম ছিল।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

হযরত বেলাল বেশ কয়েকটি বিয়ে করেন। তাঁর কোন কোন স্ত্রী আরবের অত্যন্ত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল হালা বিনতে অউফ, যিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর বোন ছিলেন। এক স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ খওলা নিয়া। বনু বুকায়ের বংশেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত বেলালের বিয়ে করিয়েছিলেন। হযরত আবু দারদা (রা.)-এর বংশেও হযরত বেলালের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও কারো গর্ভে কোন সন্তানের জন্ম হয়নি।

(সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৯) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৯) (তারিখে দামাস্ক আল কাবির লি ইবনে আসাকির, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

হযরত বেলালের একজন ভাই ছিলেন, যার নাম ছিল খালেদ, আর এক বোন ছিলেন, যার নাম ছিল গুফায়রা।

(উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৮)

মহানবী (সা.) বলেন, বেলাল হলেন 'সাবেকুল হাবশা' অর্থাৎ ইথিওপিয়াবাসীদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ:১৭৫)

হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ব্যক্তির সংখ্যা হলো চার। 'আনা সাবেকুল আরাব' অর্থাৎ আমি আরবদের মাঝে প্রথম বা অগ্রগামী। 'সালমানু সাবেকুল ফারেস' অর্থাৎ সালমান পারস্যবাসীদের মাঝে প্রথম বা অগ্রগামী। আর 'বেলালুন সাবেকুল হাবশা' অর্থাৎ বেলাল ইথিওপিয়ানদের মাঝে প্রথম বা অগ্রগামী। আর 'সুহায়বুন সাবেকুর রোম অর্থাৎ সুহায়েব রোমানদের মাঝে প্রথম বা অগ্রগামী।

(সীরু আলামেন নাবলা লি ইমাম যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৯)

ওরওয়া বিন যুবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হতো যেন তিনি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি তাদের সামনে কখনো সেই বাক্য উচ্চারণ করেন নি যা তারা চাইতো, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে অস্বীকার করা। তাকে উমাইয়্যা বিন খালাফ শাস্তি দিত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫)

হযরত বেলাল যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন তখন তাকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেওয়া হতো। মানুষ যখন হযরত বেলালকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করত তখন হযরত বেলাল 'আহাদ আহাদ' বলতেন। তারা বলতো, সেভাবে বল যেভাবে আমরা বলছি। তখন হযরত বেলাল উত্তরে বলতেন, আমার জিহ্বা তা সেভাবে উচ্চারণ করতে পারে না যেভাবে তোমরা বলছ। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলালকে যখন কষ্ট দেওয়া হতো আর মুশরিকরা তাকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর সংকল্প করত তখন হযরত বেলাল বলতেন, আল্লাহ্ আল্লাহ্।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫)(উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩)

হযরত বেলাল যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলাল যখন ঈমান আনয়ন করেন তখন হযরত বেলালকে তাঁর মালিকরা ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় আর তাঁর ওপর পাথর ও গরুর চামড়া দিয়ে দেয় এবং বলে, তোমার প্রভু হলো 'লাত' ও 'উয্যা', কিন্তু তিনি বার বার 'আহাদ,আহাদ'-ই বলতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর মালিকদের কাছে আসেন এবং বলেন, আর কতদিন তোমরা এই ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে থাকবে? হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বেলালকে সাত ওকিয়া-য় ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। এক ওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হয়ে থাকে, অর্থাৎ দুইশত আশি দিরহামে

(ক্রয় করেছিলেন)। অতঃপর হযরত আবু বকর এই ঘটনা মহানবী (সা.)-এর সমীপে বর্ণনা করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমাকেও এতে অংশীদার করে নাও। হযরত আবু বকর নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি তো তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫২৭)

হযরত বেলাল যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বেলালকে ক্রয় করার পর খোদার সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর ক্রয় সম্পর্কে যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুইশত আশি দিরহাম (দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল)। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) তাকে পাঁচ ওকিয়া অর্থাৎ দুইশত দিরহামে, অপর কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে সাত ওকিয়া অর্থাৎ দুইশত আশি দিরহামে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী নয় ওকিয়া অর্থাৎ তিনশত ষাট দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত বেলালকে ক্রয় করেন তখন তিনি (অর্থাৎ হযরত বেলাল) পাথরে চাপা পড়া অবস্থায় ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) স্বর্ণের পাঁচ ওকিয়ার বিনিময়ে তাকে ক্রয় করেন। মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, আপনি যদি কেবল এক ওকিয়া দিতেও প্রস্তুত থাকতেন, অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম, তাহলে আমরা এক ওকিয়াতেও তাকে বিক্রয় করে দিতাম। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা যদি তাকে একশত ওকিয়া, অর্থাৎ চার হাজার দিরহামেও বিক্রয় করতে প্রস্তুত হতে আমি একশত ওকিয়া দিয়ে হলেও তাকে ক্রয় করতাম।

(সীরু আলামেন নাবলা লি ইমাম যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) সাতজন এমন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়েছেন যাদেরকে কষ্ট দেওয়া হতো। তাদের মাঝে হযরত বেলাল এবং হযরত আমের বিন ফুহায়রা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২১)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আবু বকর (রা.) আমাদের সরদার আর তিনি আমাদের নেতা অর্থাৎ বেলালকে মুক্ত করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলি আসহাব, হাদীস-৩৭৫৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত বেলালকে দেওয়া কষ্ট এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর তাকে মুক্ত করার ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এই ক্রীতদাসেরা, যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাদের মাঝে হাবশী ছিলেন, যেমন বেলাল, রোমানও ছিলেন, যেমন সুহায়েব, এছাড়া তাদের মাঝে খ্রিষ্টানও ছিলেন, যেমন জুবায়ের ও সুহায়েব এবং মুশরেকও ছিলেন, যেমন বেলাল ও আম্মার। বেলালকে তাঁর মালিক উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে তাঁর ওপর হয় পাথর রেখে দিত অথবা যুবকদেরকে তাঁর বুকের ওপর লাফানোর জন্য নিযুক্ত করত। ইথিওপিয়ান বেলাল উমাইয়্যা বিন খালাফ নামের মক্কার এক সম্পদশালী ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়্যা তাকে গ্রীষ্মের দুপুরে মক্কা থেকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে উত্তপ্ত বালিতে নগ্ন করে শুইয়ে দিত আর বড় বড় গরম পাথর তাঁর বুকের ওপর রেখে বলতো, 'লাত' ও 'উয্যা'র উপাস্য হওয়ার কথা স্বীকার কর এবং মুহাম্মদ (সা.) থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা কর। বেলাল এর উত্তরে বলতেন, 'আহাদ আহাদ'। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। বারংবার তাঁর এই উত্তর শুনে উমাইয়্যার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেতো। সে তাঁর গলায় রশি বেঁধে তাকে দুষ্ট লোকদের হাতে তুলে দিত এবং বলতো যে, তাকে মক্কার অলি-গলিতে পাথরের ওপর টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাও। যার ফলে তাঁর দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেতো কিন্তু তবুও তিনি আহাদ-আহাদ বলতে থাকতেন। অর্থাৎ, খোদা এক, খোদা এক। দীর্ঘকাল পর খোদা তা'লা যখন মুসলমানদেরকে মদিনায় নিরাপত্তা প্রদান করেন আর তারা স্বাধীনভাবে ইবাদত করার সুযোগ লাভ করে, তখন মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। এই ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস আযান দিতে গিয়ে যখন 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর পরিবর্তে 'আস্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতো তখন মদিনাবাসীরা, যারা তার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল, হাসাহাসি করত। একদা মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-এর আযান শুনে তাদেরকে হাসাহাসি করতে দেখে তাদের দিকে ঘুরে বলেন, তোমরা বেলালের আযান শুনে হাসাহাসি করছ, কিন্তু খোদা তা'লা আরশে তার আযান শুনে আনন্দিত হন। তাঁর (সা.) ইঙ্গিত এদিকেই ছিল যে, তোমরা তো এটি দেখছো যে, তিনি শীন উচ্চারণ করতে পারেন না, কিন্তু শীন এবং সীন এ কী যায় আসে? খোদা তা'লা জানেন যে, উত্তপ্ত বালুর ওপর খোলা পিঠে তাকে শুইয়ে দেওয়া হতো আর নিষ্ঠুর লোকেরা তাদের জুতাসহ তার বুকের ওপর নৃত্য করত এবং জিজ্ঞেস করত, শিক্ষা হয়েছে নাকি হয়নি? তখন তিনি আধো আধো ভাষায় 'আহাদুন আহাদুন' বলে খোদা তা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা দিতে থাকতেন আর স্বীয় বিশ্বস্ততা, নিজ একত্ববাদের বিশ্বাস আর আপন হৃদয়ের দৃঢ়তার স্বাক্ষর রাখতেন। অতএব তার আসহাদু অনেক মানুষের আশ্হাদু'র চেয়ে অধিক মূল্যবান ছিল। তার ওপর এরূপ অমানুষিক নির্যাতন দেখে হযরত আবু কবর (রা.) তার মালিককে মূল্য পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করে দেন। একইভাবে আরো অনেক ক্রীতদাসকে হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করিয়েছেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৩-১৯৪)

হযরত বেলাল (রা.) প্রাথমিক মুসলমানদের একজন হিসেবে গণ্য হন। তিনি ইসলাম (গ্রহণের) ঘোষণা তখন দিয়েছিলেন যখন মাত্র সাতজন মানুষের এই ঘোষণা দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম যারা ইসলাম (গ্রহণের) ঘোষণা দেন, তারা ছিলেন সাতজন। মহানবী (সা.), আবু বকর, আম্মার, তার মাতা সুমাইয়া, সুহায়েব, বেলাল এবং মিক্বদাদ (রাযিআল্লাহু আনহুম)। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে তাঁর চাচা আবু তালেব এর মাধ্যমে নিরাপদ রাখেন, আর আবু বকরকে আল্লাহ্ তা'লা তার স্বজাতির মাধ্যমে নিরাপদ রাখেন। যেমনটি আমি বিগত এক খুতবায় বর্ণনা করেছি যে, মহানবী (সা.)ও শত্রুদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিলেন না আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর জাতিও তাকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি, তাঁদের উভয়ের ওপরও সীমাহীন নির্যাতন চালানো হয়। প্রথমে কিছুদিন নম্র ব্যবহার হলেও পরবর্তীতে চরম নিষ্ঠুরতা চালানো হয়। যাহোক, এটি বর্ণনাকারীর বক্তব্য। তিনি বলেন, তাঁদের (দু'জনের) কোন না কোন সমর্থক ছিল, কেউ তাদের পক্ষে কিছু বলতো বা আওয়াজ ওঠাতো, কিন্তু বাদবাকি যারা দুর্বল বা ক্রীতদাস ছিল মুশরেকরা তাদেরকে পাকড়াও করে লৌহবর্ম পরিয়ে তীব্র রোদের মধ্যে ঝলসাতো। তাদের মাঝে বেলাল ব্যতিরেকে আর কেউ এমন ছিলেন না যিনি তাদের (অর্থাৎ মুশরেকদের) সাথে তাদের ইচ্ছানুসারে সহমত হয় নি, কেননা আল্লাহর খাতিরে তার নিজ প্রাণের তার কাছে কোন মূল্যই ছিল না। হযরত বেলাল (রা.) সর্বদা দৃঢ়-অবিচল ছিলেন আর তিনি নিজের জাতির কাছেও মূল্যহীন ছিলেন। তারা তাকে ধরে (বাউন্ডুলে) ছেলেদের হাতে তুলে দিত আর তারা তাকে মক্কার বিভিন্ন উপত্যকায় টেনে হিঁচড়ে বেড়াত আর বেলাল (রা.) 'আহাদ আহাদ' বলতে থাকতেন। এটি ইবনে মাজা'র হাদীস।

(সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস-১৫০)

প্রাথমিক যুগে হযরত বেলাল (রা.)-এর ঈমান আনয়নের কথা উল্লেখ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একস্থানে এভাবে বলেন যে, হযরত খুব্বাব (রা.), যিনি প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের একজন ছিলেন আর যার সম্পর্কে এই মতভেদ রয়েছে যে, তিনি প্রথমে বয়আত করেছিলেন না-কি বেলাল (রা.)। কেননা মহানবী (সা.) একদা বলেন, একজন ক্রীতদাস ও একজন স্বাধীন ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাকে গ্রহণ করেছিল। কতিপয় ব্যক্তি এর অর্থ করে হযরত বেলাল ও আবু বকর (রা.), আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে হযরত আবু বকর ও হযরত খুব্বাব (রা.)।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃ: ৫৯৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত বেলাল (রা.)-এর কষ্ট-ক্লেশের উল্লেখ করে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, বেলাল বিন রাবাহ্ উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর একজন ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়্যা ভর দুপুরে, যখন আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষিত হতো এবং মক্কার পাথুরে ভূমি তন্দুরের ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে উঠত, তাকে বাইরে নিয়ে যেত আর নগ্ন করে মাটিতে শুইয়ে দিত এবং বড় বড় উত্তপ্ত পাথর তার বুকের ওপর রেখে বলত, 'লাত' ও 'উয্যা'র ইবাদত কর আর

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও, অন্যথায় এভাবেই শাস্তি দিতে দিতে মেরে ফেলব। বেলাল (রা.) খুব একটা আরবী জানতেন না। তিনি শুধু এতটুকু বলতেন যে, 'আহাদ আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ একজনই, আল্লাহ্ একজনই। এ উত্তর শুনে উমাইয়্যা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত এবং তার গলায় রশি বেঁধে তাকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দিত যারা তাকে মক্কার কঙ্করময় অলি-গলিতে হ্যাঁচড়িয়ে বেড়াত। এর ফলে তার শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেত, কিন্তু তার মুখ থেকে 'আহাদ আহাদ' ছাড়া আর কোন শব্দ বের হতোনা। তার ওপর এমন (নির্মম) নিপীড়ন ও নির্যাতন দেখে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে খুবই চড়া মূল্যে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৪০)

হযরত বেলাল (রা.) হিজরত করে মদিনায় আসার পর হযরত সা'দ বিন খায়সামা (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথে হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। যদিও অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব হযরত আবু রুয়ায়হা খাসামী (রা.)-এর সাথে স্থাপন করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মদিনায় পৌঁছেন তখন সাহাবীরা সেখানে অসুস্থ হতে থাকেন, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মদিনায় আগমনের পর হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.)-এর জ্বর হতো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জ্বর হলে তিনি একটি পঙ্ক্তি পাঠ করতেন যার অনুবাদ হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে যখন তার গৃহে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন তাকে 'সাবাহাল খায়র' বলা হয় অথচ তার অবস্থা এমন যে, মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে। আর হযরত বেলাল (রা.)-এর জ্বর নেমে গেলে তিনি উচ্চ স্বরে কেঁদে কেঁদে যে পঙ্ক্তি পড়তেন, তার অনুবাদ হলো, হায়! আমি আর কোন রাত মক্কার উপত্যকায় অতিবাহিত করতে পারব কি? আমার চারপাশে 'ইযখার ও জালীল' ঘাস-পাতা বিছানো থাকবে কি? আর আমি কি কোন দিন মাজান্নায় গিয়ে সেখানকার পানি পান করতে পারব? মাজান্নাও মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে মার্য যাহরান-এর নিকটে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। অজ্ঞতার যুগে মার্য যাহরান-এ আরবদের একটি বিখ্যাত মেলা উক্কাযের বাজারে বসতো। আর আরবের লোকেরা উক্কাযের মেলা শেষে মাজান্নায় চলে যেত এবং সেখানে ২০দিন অবস্থান করত। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, আমি সেখানে পানি পান করতে পারব কি, আর 'শামা' ও 'তাফীল' পাহাড় আমার সম্মুখে থাকবে কি? পঙ্ক্তিতে তিনি (এ কথাগুলো) নিবেদন করছেন। 'তাফীল'ও মক্কা থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড় এবং এর পাশেই আরেকটি পাহাড় রয়েছে, যেটিকে 'শামা' বলা হতো। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.) বলতেন, হে আল্লাহ্! শায়বা বিন রাবিআ, উতবা বিন রাবিআ এবং উমাইয়্যা বিন খালাফের ওপর অভিশম্পাত বর্ষিত হোক, কেননা তারা আমাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে মহামারিপূর্ণ দেশে পাঠিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বেলাল (রা.)-এর পক্ষ থেকে এসব কথা শোনার পর মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! মদিনাকেও তুমি আমাদের জন্য তেমনই প্রিয় বানিয়ে দাও যেমনটি মক্কা আমাদের কাছে প্রিয়, বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের সা' ও মুদ-এ বরকত দান কর। এই সা' ও মুদ-ও প্রসিদ্ধ পরিমাপের একক, অর্থাৎ ওজনের একক। এছাড়া মদিনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান বানিয়ে দাও আর এখানকার জ্বর তুমি জুহ্ফার পানে স্থানান্তরিত করে দাও। জুহ্ফাও মক্কার পথে অবস্থিত আরেকটি শহর। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, আমরা মদিনায় আগমন করি আর এটি ছিল আল্লাহর দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি মহামারিপূর্ণ স্থান। তিনি (রা.) বলেন, বুতহান নর্দমায় সামান্য পানি-ই প্রবাহিত হতো আর সেই পানিও ছিল বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত। বুতহান মদিনার একটি উপত্যকার নাম। এটি বুখারীতে বর্ণিত রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল মাদীনা, হাদীস-১৮৮৯)

কাদিয়ান থেকে হিজরতের সময় আহমদীদেরকে বিশেষভাবে মদিনার হিজরতের প্রেক্ষাপটে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তখন জামা'তের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, আমাদের এই হিজরতে বিচলিত হবার কিছু নেই আর তিনি হযরত বেলাল (রা.)-এর এই ঘটনা উদ্ধৃত করেন এবং এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি অন্যদের চিনি না, তাই অন্যদের অর্থাৎ যেসব অ-আহমদী মুসলমান হিজরত করেছে তাদেরকে আমি কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আহমদীদের আমি বলছি, তোমরা এই ধারণা পরিত্যাগ কর যে, তোমরা লুণ্ঠিত হয়েছ বা নিগৃহীত হয়েছ। তোমরা হিজরত করেছ বা নিগৃহীত হয়ে এসেছ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেসব মুহাজেরের জন্য আক্ষেপ করতেন যারা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি ও স্বদেশ বিতাড়িত হওয়ায় আক্ষেপ ও আফসোস করতো। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় পদার্পণ করেছেন তখন মদিনার নাম ছিল ইয়াসরেব, আর সেখানে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়ার জ্বর হতো। যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ শুরু হয় তখন মুহাজেররাও জ্বরে আক্রান্ত হন। অপরদিকে স্বদেশ ছেড়ে আসার বিচ্ছেদ-বেদনাও ছিল। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় সাহাবী কান্নাকাটি ও হৈচৈ আরম্ভ করেন যে, হায় মক্কা! হায় মক্কা! একদিন হযরত বেলালেরও জ্বর হলে তিনি কবিতার ভাষায় হৈচৈ আরম্ভ করে দেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তোমরা কি এরূপ কাজের জন্য এখানে এসেছ? হিজরতই যদি করে থাক তাহলে হৈচৈ কীসের? তখন যেসব আহমদী হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে এসেছিলেন তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমিও তোমাদেরকে এটিই বলছি যে, আনন্দিত থাক। তোমরা এটি দেখো না যে, আমরা কী হারিয়েছি, বরং তোমরা এটি দেখ যে, আমরা কার জন্য হারিয়েছি। তোমরা যা হারিয়েছ তা যদি আল্লাহ্ তা'লা এবং ইসলামের উন্নতির জন্য হারিয়ে থাক তাহলে তোমরা আনন্দিত থাক এবং কখনো নিজেদের সাহস হারাবে না। তোমাদের চেহারা যেন মলিন না হয়, বরং তাতে যেন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ থাকে।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ৩৭৯)

অতএব আমরা আহমদীরা তো এই চিন্তাধারা লালন করি আর তৎকালীন খলীফা আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের হিজরত আল্লাহ্ তা'লা এবং ইসলামের সেবার উদ্দেশ্যে হয়েছে। যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল, আজ তারা-ই পাকিস্তানের জনক ও ভিত্তিস্থাপনের দাবিদার সেজে নিজেদের মিথ্যা ও প্রতারণার বলে আহমদীদেরকে সেই দেশের মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে আহমদীরা। যে ধর্মের উন্নতি ও সেবার জন্য আমরা হিজরত করেছি পাকিস্তানের সংসদ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সেই ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও আমাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যাহোক, তাদের কোন সনদের প্রয়োজন আমাদের নেই। কিন্তু এতে আমাদের আক্ষেপ অবশ্যই হয় যে, এসব নামসর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদাররা আহমদীদের প্রতি এই নির্যাতন করার মাধ্যমে শুধু আহমদীদের প্রতিই অবিচার করে নি, বরং পাকিস্তানের প্রতিও অবিচার করেছে ও করছে আর পুরো বিশ্বে দেশের দুর্নামের কারণ হচ্ছে, এর উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরা যারা দেশকে উইপোকার ন্যায় কুরে কুরে খাচ্ছে, তারা যদি না থাকতো, তাহলে এখন দেশ উন্নতি করে কোথা থেকে কোথায় চলে যেত। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আমাদের পাকিস্তানী আহমদীদের, বিশেষভাবে যারা পাকিস্তানে বসবাস করেন, তাদের কর্তব্য হলো, দেশের উন্নতির জন্য নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্য উজাড় করে চেষ্টা করতে থাকা আর দোয়া করতে থাকা যেন আল্লাহ্ তা'লা এই অত্যাচারী শ্রেণির হাত থেকে দেশটিকে মুক্ত করেন। যাহোক, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ের উল্লেখ হয়ে গেছে। এখন আমি পুনরায় হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রেক্ষাপটে রেওয়ায়েত উপস্থাপন করছি।

তাবাকাতুল কুবরাতে লেখা আছে যে, হযরত বেলাল (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ ও পরিখাসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০)

বদরের যুদ্ধে হযরত বেলাল উমাইয়্যা বিন খালাফকে হত্যা করেন, যে ইসলামের চরম শত্রু ছিল আর হযরত বেলালকে ইসলাম গ্রহণের কারণে কষ্ট দিত। (সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর হত্যার ঘটনা সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

যার বিস্তারিত খুবায়েব বিন আসাফ-এর স্মৃতিচারণের সময় আমি তুলে ধরেছি। তথাপি এখানেও কিছুটা উল্লেখ করছি, কেননা হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথেও এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বর্ণনা করেন যে, আমি উমাইয়্যা বিন খালাফকে একটি পত্র লিখি যেন সে দারুল হার্ব মক্কায় আমার সম্পত্তি এবং সন্তানসন্ততির সুরক্ষা করে। আর আমি মদিনায় তার ধনসম্পদের দেখাশুনা করব। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর সাথে তার পুরোনো সম্পর্ক ছিল। উমাইয়্যা বিন খালাফ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তথা কাফেরদের সেনাদলের সদস্য হিসেবে সে তাদের সাথে এসেছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তার বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা জানতে পেরেছিলেন। সেই পুরোনো সম্পর্কের কারণে তার প্রতি অনুগ্রহ বশত যুদ্ধের পর রাতের আঁধারে তিনি তাকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তার বদরের যুদ্ধে থাকাকালীন মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে আমি তার নিরাপত্তার নিমিত্তে একটি পাহাড়ের দিকে চলে যাই, কেননা জানা ছিল যে, সে সেদিকেই কোথাও গিয়েছে। হযরত বেলাল তখন কোনভাবে তাকে দেখে ফেলেন। এরপর হযরত বেলাল আনসারদের একটি মজলিসে গিয়ে হৈচৈ জুড়ে দেন এবং বলতে থাকেন যে, এ হলো উমাইয়্যা বিন খালাফ, সে যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি শেষ। তখন বেলালের সাথে কিছু লোক আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়। আমার আশংকা হয় যে, তারা আমাদের ধরে ফেলবে, তাই আমি তাকে বাঁচাতে তার ছেলেকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাই, যেন তারা তার সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে যায় আর আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়ে যেতে পারি। তিনি বলেন, কিন্তু উমাইয়্যার ছেলেকে তারা হত্যা করে আর আমার এই কৌশল কার্যকর হয় নি। তারা তাকে হত্যা করে পুনরায় আমাদের পিছু ধাওয়া করে। উমাইয়্যা যেহেতু স্থূলকায় ব্যক্তি ছিল তাই দ্রুত এদিক সেদিক লুকানোর সুযোগ ছিল না। অবশেষে তারা যখন আমাদের ধরে ফেলে আর কাছাকাছি চলে আসে, তখন আমি তাকে বললাম, বসে যাও। তখন সে বসে পড়ে আর আমি তাকে বাঁচাতে নিজের দেহ দ্বারা তাকে ঢেকে ফেলি। যারা আমাদের পিছু ধাওয়া করছিল তারা তখন আমার নীচ দিয়ে তার শরীরে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে। তাদের একজন নিজের তরবারি দিয়ে আমার পায়েও জখম করে দেয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুখারী, হাদীস-২৩০১)

অপর এক রেওয়ায়েতে এই ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, আমি তার কিছুটা উল্লেখ করছি। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, আমি তাদের উভয়কে অর্থাৎ উমাইয়্যা বিন খালাফ এবং তার ছেলেকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ হযরত বেলাল আমার সাথে উমাইয়্যাকে দেখে ফেলেন। মক্কায় উমাইয়্যা হযরত বেলালকে ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য অনেক শাস্তি দিতো। হযরত বেলাল উমাইয়্যাকে দেখা মাত্র বলেন, কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খালাফ এখানে। সে যদি বেঁচে যায়, তাহলে ধরে নাও আমি নিষ্কৃতি পেলাম না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, এটি শুনে আমি বললাম, তুমি আমার বন্দিদের বিষয়ে এসব বলছ! হযরত বেলাল বার বার একই কথা বলতে থাকেন, আর আমিও বার বার এ কথাই বলতে থাকি যে, সে আমার বন্দি। হযরত বেলাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, হে আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খালাফ। যদি সে বেঁচে যায় তাহলে তোমরা ধরে নিতে পার যে, আমি নিষ্কৃতি পেলাম না এবং এ কথা তিনি বার বার বলতে থাকেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, এ কথা শুনে আনসাররা দৌড়ে আসে এবং আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর হযরত বেলাল তরবারি দ্বারা উমাইয়্যার ছেলের ওপর আক্রমণ করে, যার ফলে সে নীচে পড়ে যায়। তখন উমাইয়্যা ভীত হয়ে এমন ভয়ানক চিৎকার করে যে, এমন চিৎকার আমি জীবনে কখনো শুনি নি। এরপর আনসাররা তাদের উভয়কে তরবারি দ্বারা হত্যা করে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলাল মহানবী (সা.)-এর কোষাধ্যক্ষ-ও ছিলেন। (উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, আপনিও কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কোন সফরে অংশ নিয়েছেন? জবাবে তিনি (রা.) বলেন, যদি তাঁর (সা.) সাথে আমার আত্মীয়তা না থাকতো, তাহলে আমি অংশ নিতে পারতাম না। এটি বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বয়স অল্প থাকায় তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন; অর্থাৎ যেহেতু আত্মীয়তা ছিল, তাই তিনি সফরে অংশ নিতে পেরেছিলেন।

তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সেই চিহ্নটির কাছে আসেন যা হযরত কাসির বিন সালাত্-এর ঘরের কাছে ছিল এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর তিনি নারীদের কাছে আসেন এবং তাদেরকেও ওয়াজ-নসীহত করেন। এরপর বর্ণনাকারী বলেন মহানবী মহিলাদেরকে সদকা দেওয়ার কথা বলেন। তখন নারীরা তাদের হাত নামিয়ে নিজেদের আংটিগুলো খুলতে থাকে এবং হযরত বেলালের ছড়ানো কাপড়ের ওপর রাখতে থাকে। অর্থাৎ হযরত বেলাল সাথে ছিলেন, তার হাতে চাদর ছিল এবং তারা সেখানে এগুলো রেখে দিচ্ছিলেন। এই রেওয়ায়েতটি হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন। এরপর তিনি ও হযরত বেলাল ঘরে ফিরে আসেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৮৬৩)

হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন, আল্লাহর পথে আমাকে এত কষ্ট দেওয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেওয়া সম্ভব নয় এবং আল্লাহর পথে আমাকে এত হুমকি দেওয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেওয়া সম্ভব না; আর আমাদের তিন তিনি দিন কেটে যেতো কিন্তু আমার ও বেলালের কাছে এমন কোন খাবার থাকত না যা কোন প্রাণী খেতে পারে কেবল এতটুকু ব্যতিরেকে যা বেলালের বগলে লুকানো সম্ভব ছিল। অর্থাৎ খুবই সামান্য পরিমাণ খাবার থাকত।

(সুনানে ইবনে মাজা, আবওয়াবুল মানাকিবু, হাদীস-১৫১)

হযরত বেলাল সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত বেলাল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পুরো জীবন জুড়ে সফর ও সফরের বাইরে তাঁর (সা.) মুয়াজ্জিন ছিলেন; আর ইসলামে তিনি (রা.)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি আযান দিয়েছিলেন। (উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৬)

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে তার পিতা বলেছিলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযের উদ্দেশ্যে ডাকার জন্য প্রথমে শিঙ্গার কথা ভাবলেন, পরে ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা বানানো হল।' এটি সহীহ বুখারীর হাদীস এবং এই হাদীস অনুসারে শিঙ্গা ও ঘন্টা ব্যবহারের পরামর্শ সাহাবীরা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে স্বপ্ন দেখানো হয়। তিনি বলেন, "আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি যার গায়ে দু'টো সবুজ কাপড় ছিল। সেই ব্যক্তি ঘন্টা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; আমি স্বপ্নেই তাকে বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এই ঘন্টাটি বিক্রি করবে?' সে জিজ্ঞেস করল, 'এটি তুমি কী করবে?' আমি বললাম, 'এটি দিয়ে আমি নামাযের জন্য ডাকব।' সে বলল, 'আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলব কি?' আমি বললাম, 'সেটা কী?' তখন সে পুরো আযানের বাক্যগুলো শোনায়, তাহলো: 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্- আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্- হাইয়্যা আলাস্সালাহ্- হাইয়্যা আলাস্সালাহ্- হাইয়্যা আলাল ফালাহ্- হাইয়্যা আলাল ফালাহ্- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। বর্ণনাকারী বলেন, "হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বের হন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসেন ও হুযূর (সা.)-কে তার স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি যার গায়ে দু'টো সবুজ কাপড় ছিল; সে ঘন্টা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।' এরপর পুরো ঘটনা তাঁর (সা.) কাছে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের বলেন, 'তোমাদের বন্ধু স্বপ্ন দেখেছে।' এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে নির্দেশ দেন, 'তুমি বিলালের সাথে মসজিদে যাও এবং তাকে এই বাক্যগুলো বলতে থাক আর সে এগুলো উচ্চস্বরে উচ্চারণ করবে, কারণ তোমার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর বেশি উঁচু।' হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বলেন, 'আমি বিলালের সাথে মসজিদে যাই এবং তাকে এই বাক্যগুলো বলি, আর তিনি তা উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব এই বাক্যগুলো শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম, আমিও স্বপ্নে তা-ই দেখেছি যা সে দেখেছে!'

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭০৬) (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৬০৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব লেখেন তখনো নামাযের জন্য কোন ঘোষণা বা আযান ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণতঃ সময়ের অনুমান করে সাহাবীরা নামাযের জন্য একত্রিত হতেন কিন্তু এটি স্বস্তিকর কোন পদ্ধতি ছিল না। মসজিদে নববী নির্মাণের পর এ প্রশ্নটি বড় আকারে সামনে আসতে লাগল যে মুসলমানদেরকে সময়মত মসজিদে একত্রিত করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত? কোন কোন সাহাবী খ্রীষ্টানদের মত ঘন্টা বাজানোর, কেউ কেউ ইহুদীদের মত শিঙ্গা বাজানোর আবার কতক সাহাবী ভিন্ন পরামর্শ দিলেন। হযরত উমর (রা.) পরামর্শ দিলেন কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হোক যে-কিনা সময়মত এই ঘোষণা দিবে যে, নামাযের সময় হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) এই পরামর্শটি পছন্দ করেন এবং হযরত বেলাল (রা.)-কে এই দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেন। এরপর যখনই নামাযের সময় হতো হযরত বেলাল (রা.) "আস্ সলাতু জামেয়া" বলে ঘোষণা দিতেন আর সকলেই নামাযের জন্য একত্রিত হয়ে যেতো। বরং নামায ছাড়াও যদি কোন বিশেষ কারণে মুসলমানদের একত্রিত করার প্রয়োজন দেখা দেখা দিতো এভাবেই ডাকা হতো। এর কিছুদিন পর একজন আনসারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.)-কে বর্তমান আযানের শব্দ শেখানো হয় এবং তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে তার সেই স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে এই বাক্যাবলীর মাধ্যমে লোকদের আহ্বান জানাতে দেখেছি। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, এই স্বপ্ন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে নির্দেশ দেন যেন তিনি এই শব্দাবলী হযরত বেলাল (রা.)-কে শিখিয়ে দেন। দৈব বিষয় যা ঘটে তাহলো হযরত বেলাল (রা.) এই শব্দাবলী পাঠ করে যখন প্রথমবার আযান দিলেন তখন হযরত উমর (রা.) তা শুনে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর নিকট ছুঁটে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আজ বেলাল যে শব্দাবলী আযানে উচ্চারণ করল হুবহু সেই বাক্যাবলীই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) আযানের শব্দাবলী শুনে বলেন, এ অনুসারে ওহীও অবতীর্ণ হয়েছে। এক কথায়, এভাবেই বর্তমান আযানের রীতি চালু হল। আর এই পদ্ধতিটি এতই আশিষময় এবং মনোমুগ্ধকর যে, অন্য কোন পদ্ধতি এর মুকাবেলা করতে পারে না। বস্তুত ইসলামী বিশ্বে প্রতিদিন পাঁচবার প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি মসজিদ হতে খোদার একত্ববাদ ও মহানবী (সা.)-এর রিসালতের ধ্বনি উচ্চকিত হয়। আর এই আযানের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার সারাংশ অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়ে থাকে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৭১-২৭২)

হযরত মূসা বিন মুহাম্মদ (রা.) নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রা.) আযান দেওয়া শেষ করে মহানবীকে অবহিত করার মানসে মহানবী (সা.)-এর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, "হাইয়া আলাস্ সালাহ্ হাইয়া আলাল ফালাহ্ আস্ সালাতু ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)!" অর্থাৎ, নামাযের জন্য আসুন! কল্যাণ ও সফলতার দিকে আসুন হে আল্লাহর রসূল (সা.) নামায! মহানবী (সা.) যখন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন তখন হযরত বেলাল (রা.) তাঁকে (সা.) দেখে সাথে সাথে ইকামত আরম্ভ করে দিতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫)

এই তথ্যটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় কেননা ইকামত তখনই হওয়া উচিত যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে গিয়ে উপস্থিত হন। বর্ণনা যা-ই হোক না কেন হয়ত হাদীসের সঠিক অনুবাদ করা হয় নি কিংবা সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয় নি। সঠিক পদ্ধতি হল, ইমামের মিহরাবে এসে দাঁড়ানোর পরই ইকামত হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ্-তে হযরত বেলাল (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফজরের নামাযের সময় অবগত করার জন্য মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হন তখন তাকে বলা হল, মহানবী (সা.) ঘুমাচ্ছেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.) বলেন, "আস্ সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম, আস্ সালাতো খাইরুম মিনান নওম"। এরপর থেকে ফজরের নামাযের আযানে এই বাক্যদ্বয় যুক্ত হয়ে গেল এবং এই পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭১৬)

আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, (এটি শুনে) মহানবী (সা.) বলেন, হে বেলাল! এটি কতই না উত্তম বাক্য! তুমি এটিকে ফজরের নামাযের আযানে যুক্ত করে নাও।(মুজামুল কাবীর)

মহানবী (সা.)-এর ৩ জন মুআযযিন ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.), আবু মাহযুরাহ্ (রা.) এবং আমর বিন উম্মে মাকতুম (রা.)।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭)

তাঁর (অর্থাৎ হযরত বেলালের) আরো কিছুটা বিবরণ বাকী আছে যা আমি আগামীতে উপস্থাপন করবো, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তি সম্পর্কে বলব (নামাজের পর) যাদের জানাযা হবে। এজন্য (সাহাবী সম্পর্কে) অবশিষ্ট বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে হবে।

প্রথমে যার স্মৃতিচারণ হবে, সে হল বেলজিয়ামের স্নেহের রউফ বিন মকসুদ জুনিয়র। সে জামেয়া আহমদীয়া ইউ কে-র ছাত্র ছিল। গত ৪ সেপ্টেম্বর সে মৃত্যুবরণ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজেউন। সে বেলজিয়ামের হাসেল্ট জামাতের সদস্য ছিল। সেখানে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ সম্পন্ন করে এখানে আসে এবং ২০১৮-তে জামেয়ায় ভর্তি হয়। নিষ্ঠাপূর্ণ স্বভাব, সৃষ্টির সেবার প্রেরণা এবং অধ্যাবসায়ে অভ্যস্থ হবার কারনে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সে খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল। কিছুদিন পূর্বে তার ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। ছয় সাত মাস সে অসুস্থ থাকে। বড় ধৈর্য্য ও বীরত্বের সাথে ব্যাধির সাথে লড়তে থাকে। অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানে।

তার দাদার মাধ্যমে সম্ভবত ১৯৫০ সনে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত আসে এবং তার দাদার ভালো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সেজন্য আত্মীয়স্বজন ও বিরোধীরা তখন কিছু বলেনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার পরিবারকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তার মায়ের দিক থেকেও তার বড় নানা আব্দুল আলী সাহেব ও তার স্ত্রী হযরত মুসলেহ্ মওউদের হাতে বয়াত করেছিলেন। রউফ বিন মাকসুদের পিতামাতা ছাড়াও তার তিন বোন ও দুই ভাই রয়েছে। তার পিতার নাম হুমায়ুন মকসুদ ও মায়ের নাম মুহসেনা বেগম সাহেবা। তাদের সন্তানদের মধ্যে আছে স্নেহের কন্যা নিশাত যার বয়স আঠার বছর, স্নেহের পুত্র সালেহ্ যার বয়স চৌদ্দ বছর, স্নেহের কন্যা তাসনিয়া উনায়যা যার বয়স নয় বছর, স্নেহের ফাতেহ মকসুদ যার বয়স সাত বছর,স্নেহের জান্নাতুস্ সামিয়া চার বছর বয়স্কা।

বেলজিয়ামের আমীর সাহেব লিখেছেন, তাকে শৈশব থেকেই দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তাকে ছেলে হিসেবে অসাধারণ পেয়েছি। যখনই তার জামাতে যাবার সুযোগ হয়েছে তাকে সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী পেয়েছি। মৃত্যুর পর আলকনের বায়তুর রহীম মসজিদে দু'দিন শোকাতুর লোকদের জন্য তাকে দেখার বা জিয়রতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জামাতের বহু সংখ্যক লোক সেখানে শামিল হন এবং তাদের অনেককে কাঁদতে দেখেছি। তারা মরহুমের অগনিত ঘটনা শুনিয়েছে। অসুস্থতার প্রারম্ভেই ডাক্তার তাকে বলে দিয়েছিল যে তার ব্রেন ক্যানসার হয়েছে যা মৃত্যুতে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চেহারায় কখনো হতাশা দেখা যায়নি এবং সে সাহস হারায়নি। ডাক্তারদের সাথে এক মিটিংয়ে এক ডাক্তার বলেন, যতদিন সে কথা বলতে পারতো তার সাথে আমার কথোপকথন চলতে থাকে। আমি তাকে অসাধারণ যুবক ও আলোকিত চিন্তাধারার অধিকারী পেয়েছি। ডাক্তারগণ এটিও বলেছেন, সে চরম যন্ত্রনাদায়ক অসুস্থতার ভেতরও কখনো কোন অভিযোগ করেনি। ডাক্তারের মতে এ অবস্থায় রোগীদের কখনো কখনো চরম রাগ হয়। কিন্তু সে অসীম সাহসিকতা এবং ধৈর্য্য প্রদর্শন করেছে। আমীর সাহেব আরো লিখেছেন, সে খিলাফতের সাথে অসীম ভালবাসা রাখতো এবং পূর্ণ আনুগত্যশীল ছিল। চেহারায় সর্বদা হাসি লেগে থাকত এবং ছোট বড় সবার সাথে খুব সম্মানের সাথে ও হাসি মুখে কথা বলত।

হাসেল্টে কর্মরত মুরুব্বী সাহেব বলেন, তার রোগ সনাক্ত হবার পূর্বে আমি রমযানে তাকে অনলাইনে আতফালদের ক্লাশ নিতে বলি। সে নিয়মিতভাবে ক্লাশ নিতে থাকে। এমনকি যখন সে অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয় তখন অসুস্থতা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে বাচ্চাদের ক্লাস নিতে থাকে। এমনকি কখনো কখনো ক্লাস নিতে নিতে অজ্ঞান হয়ে পড়তো। এরপর আবার সুস্থ বোধ করলে পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করত। কখনো বলেনি যে আমি অসুস্থ আছি, ক্লাস নিতে পারব না।

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

আতফালরাও এটিই বলেছে যে, আপনার যেহেতু কষ্ট হয়, ক্লাস নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তখন সে সর্বদা এ কথাই বলতো, যখন জামেয়া খুলবে তখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে তুমি ছুটিতে জামাতের কী কাজ করেছ তাহলে আমি সেখানে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্‌কে কি উত্তর দিব? তার মাঝে একটি উৎসাহ, উদ্দীপনা, আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল।

এরপর আরেকজন মুরুব্বী সাহেব লিখেছেন, ২০১০ সালে তিনি একবার এক সপ্তাহের জন্য ওয়াক্‌ফে আরযিতে যান তার এলাকায়। তখন তার বাবা তাকে আমার কাছে রেখে যান এই বলে যে, সে এখানে থাকুক, তাকে যেহেতু জামেয়াতে যেতে হবে তাই এখানে তাকে প্রশিক্ষণ দিন। তিনি বলেন, তখনও আমি তাকে দেখেছি, সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা ছাড়াও শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাযও আদায় করতো। অলকানের মসজিদের যখন পুণঃনির্মাণ বা সংস্কারের কাজ চলছিল তখন সে নিয়মিত সেখানে ওয়াকারে আমলে অংশ নিয়েছেন। সেক্রেটারী জায়েদাদ সাহেব বলেন, সে খুব কঠিন কাজগুলো, যেমন পাথর বা ইটের খোয়া ইত্যাদি উঠানো দায়িত্ব নিজ কাধে নিতো; আর খুব আনন্দের সাথে সে এই কাজ করতো। তার আরেকটি গুন ছিল, সবাইকে প্রথমে সালাম করতো। তার মা বলেন যে, সে অন্যদের নিজের উপর প্রাধান্য দিত। সাধারণত স্কুলে যাওয়ার সময় নিজের খাবার সঙ্গে নিয়ে যেত আর সেখানেই খেয়ে আসতো। একদিন বাড়ীতে এসে আমাকে বলতে লাগল আমাকে খাবার দিন, আমি বললাম তুমি তো খাবার সাথে নিয়ে গিয়েছিলে। সে বললো একটি ছেলে খাবার নিয়ে আসেনি তাই আমি তাকে আমার খাবার দিয়ে দিয়েছি, ভাবলাম আমি বাড়ী গিয়ে খেয়ে নিব। এভাবে নিজ বন্ধুদের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতো আর তাদের বলতো তোমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার চিন্তা হয়। নিজের নিকটাত্মীয়দের বলতেন নিজের জন্য ভালো চরিত্রের বন্ধু নির্বাচন কর আর নিজ ভবিষ্যতকে ভালো করার চেষ্টা কর। জলসা এবং ইজতেমায় খুবই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতো। তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন যে, একবার তাকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাতের বেলা যখন তাকে কিছু খাবার দেওয়া হয় তখন সে বলে প্রথমে আমার সহকর্মীদের দিন। ছোট হওয়া সত্ত্বেও ওয়াকফে নও এর অন্তর্ভুক্ত সন্তানদের পিতা-মাতাকে জিজ্ঞেস করত এবং উপদেশ দিত, আপনার সন্তান যেন জামেয়াতে যায় সে চেষ্টা করবেন।

তার মাতাও পরম ধৈর্যের সাথে তার অসুস্থ্যতার সময়টুকু অতিবাহিত করেছেন বরং তাদের পিতা-মাতা উভয়েই । তার মা তাকে বলতেন, আমরা তোমাকে খোদা তা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করেছি। ডাক্তারদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের আশার বাণী ছিল না, নৈরাশ্য প্রকাশ করা হয়। এমতাবস্থায় তার মা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেছেন এখনও তুমি যেখানে যাচ্ছ সেটিও খুবই উত্তম স্থান আর আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার নসীহত করতেন। সে নিজেও আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিল। সে আমার সাথে তোলা তার একটি ছবি হাসপাতালে তার বিছানার সামনে রেখেছে যা প্রায়শই তবলীগ এর মাধ্যম হয়েছে এবং ডাক্তাররা জিজ্ঞেস করত কোন সংগঠনের সাথে তোমার সম্পর্ক। তাদের বলা হত আমরা আহমদীয়া জামাতের সদস্য এবং আমরা বিশ্বাস করি, যে মসীহর আগমনের কথা ছিল তিনি চলে এসেছেন, এ বিষয়ে তবলীগ চলত। আমীর সাহেব বলেন, তুমি অসুস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও তবলীগের মাধ্যম হচ্ছ, সে এতে খুবই আনন্দিত হত।

বেলজিয়ামের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব বলেন, খেলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। একদিন আমি আতফাল এবং ওয়াকফেনও এর ক্লাসে যুগ খলফিাকে চিঠি লিখার জন্য বলি এবং চিঠি লিখাই তখন সে আমার কাছে আসল এবং বলল মুরুব্বী সাহেব আমি উর্দুতে চিঠি লিখতে পারি না আপনি আমাকে লিখে দিন আমি সেটি দেখে দেখে নিজ হাতে লিখে নিব তখন আমি তাকে বলি বাকী বাচ্চারা ডাচ ভাষায় লিখছে তুমিও সেভাবে লিখ- এটি তার জামেয়াতে আসার পুর্বের কথা। এতে সে আমাকে উত্তর দিল আমি চাই আমার চিঠি যেন যুগ খলীফার কাছে সরাসরি পোঁছে এবং তিনি যেন আমার জন্য দোয়া করেন। মুরুবীব সাহেব আরো লিখেন, প্রিয় রউফ বিন মাকসুদ যে দাঁড়িয়ে নিজ প্রাণ, ধনসম্পদ, সময় এবং মান-সম্মানের ত্যাগ স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত থাকব মর্মে যে শপথ করতো তা সে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষা করেছে। তার অনেক অ-আহমদী বন্ধুবান্ধব ছিল। তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে তাদেরকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখেছি। আমি যখন প্রিয় রউফ বিন মাকসুদ সম্পর্কে তার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি তখন সে কেঁদে কেঁদে উত্তর দেয়, আজ আমাদের মাঝ থেকে আমাদের একজন খুবই প্রিয় ও যত্নবান বন্ধু হারিয়ে গেছে। এমন দরদী বন্ধু খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে।

এছাড়া তবলীগ করার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি বলেন, আমাদের চালু করা Messiah has come বা মসীহ্ এসে গেছেন' কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্যেরা যেখানে ইতস্তত বোধ করত সেখানে মরহুম বিভিন্ন লোককে ধরে ধরে নিয়ে আসত আর তাদেরকে তবলীগি পুস্তকপুস্তিকা দিত এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করাত। এছাড়া সে প্রতিটি তবলীগি অনুষ্ঠানের অতিথিদের নিয়ে আসত এবং তাদেরকে পরিচয়ও করিয়ে দিত। মোটকথা জামেয়া পাশ করার পুর্বেই সে উত্তম একজন মুরব্বী ও মোবাল্লেগ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় সিদ্ধান্তের পিছনে কী প্রজ্ঞা রয়েছে তিনিই তা ভালো জানেন। অনেক সময় তিনি ভালো ভালো লোকদের জলদি নিজের কাছে ডেকে নেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পিতামাতাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জাফর ইকবাল কুরায়শী সাহেবের। তিনি ইসলামাবাদ জেলার সাবেক নায়েব আমীর ছিলেন। তিনি গত ৩সেপ্টেম্বর ৮৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজেউন তিনি এক নিষ্ঠাবান বংশের লোক ছিলেন এবং তার দাদা উবায়দুল্লাহ কুরায়শী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি ১৯০৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। তার সহধর্মিণী হলেন আমতুল হামীদ সাহেবা। তার দাদা হযরত খলীফা নূরুদ্দীন সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। এই খলীফা নূরুদ্দীন অন্য আরেকজন সাহাবী। ইনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল নন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর যুগান্তকারী পুস্তক তোহ্‌ফায়ে গুলড়াবিয়ায় শ্রীনগর, কাশ্মীরের খানইয়ার মহল্লায় অবস্থিত হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর সম্পর্কে গবেষণার প্রেক্ষাপটে তার কাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। জাফর ইকবাল কুরাইশী সাহেব অমৃতসরে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার পর তিনি পিন্ডীতে এসে সেখান থেকে ম্যাট্রিক সম্পন্ন করেন আর এরপর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়ার পর সরকারী চাকুরিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রীস থেকে এম.এস.সি. ডিগ্রি অর্জন করেন আর এরপর ৯৪ সনে তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সরকারী চাকুরিতে রত ছিলেন। টেক্সলাতে তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করেন এবং ৯৪ সনেই তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইসলামাবাদ চলে যান এবং সেখানে তিনি জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে তাকেনায়েব আমীর মনোনীত করা হয়। এযুগে বিভিন্ন সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন আর ২০ ১৯ পর্যন্ত ২১ বছরের অধিক সময় ধরে তিনি নায়েব আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অসুস্থতা, অর্থাৎ বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত মসজিদে আসতেন এবং নিজের দৈনন্দিন কাজ করতেন। খুবই স্বল্পভাষী ও সুপরামর্শক ছিলেন আর ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাজেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও সতর্কতার সাথে কাজ করতেন। তিনি জামা'তী অর্থ ব্যায়ের বিষয়ে খুবই সাবধান থাকতেন এবং বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করতেন। আমি যখন নাযেরে আলা ছিলাম তখন তাকে আমি কাছ থেকে দেখেছি, মাশাআল্লাহ্ খুবই নিঃস্বার্থভাবে ও বিনয়ের সাথে কাজ করতেন। তার চেয়ে যারা বয়সে ছোট কর্মকর্তা ছিলেন তাদেরও পরিপূর্ণ আনুগত্য করতেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী আমাতুল হামীদ জাফর সাহেবা ছাড়াও তার

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

চার মেয়ে রয়েছেন। তারা হলেন আমাতুর রশীদ সাহেবা, ডাক্তার সাদাফ জাফর সাহেবা, শাযিয়া চৌধুরী সাহেবা ও আয়েশা তারেক সাহেবা। এক মেয়ে কানাডাতে আছেন বাকিরা লাহোরে আছেন। মরহুমের এক মেয়ে আয়েশা জাফর সাহেবা বলেন, বাল্যকালে যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করি তখন বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে আমার পক্ষ থেকে যুগ-খলীফার কাছে দোয়া চেয়ে চিঠি লিখতেন। এরপর যখন (মেধা তালিকায়) স্থান অর্জন করতাম তখন পুনরায় তিনি চিঠি লিখতেন আর এর উত্তর এলে তা পাঠ করে শুনাতেন। বড় হওয়ার পর আমাকে চিঠি লিখতে উৎসাহ যোগাতেন এবং চিঠির খসড়া লিখে দিতেন। এভাবে বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের চেতনা দৃঢ় করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন। পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন।

পরবতী জানাযা সেনেগালের অনারেবল কাবেনে কাওজা কাটা সাহেবের। তিনি গত ২৪ আগস্ট তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজেউন অত্যন্ত সাহসী, নিষ্ঠাবান, খিলাফতের প্রতি আন্তরিক, জামা'তের জন্য আত্মভিমানী, সেবার চেতনায় উদ্বুদ্ধ, ত্যাগস্বীকারকারী, অতিথিপরায়ণ- এগুলো ছিল তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুণাবলী। জামা'তের প্রতিনিধিদের অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ আতিথেয়তা করতেন আর সর্বদা চাইতেন এবং চেষ্টা করতেন যেন জামা'তের প্রতিনিধি দল যতদিন তার রিজিওনে অবস্থান করে তিনি নিজেই তাদের আতিথেয়তার সুযোগ লাভ করেন। মেহমানরা কখনো বাহির থেকে খাবার খেয়ে নিলে তিনি অনুযোগ করে বলতেন, আমাকে কেন (আতিথেয়তার) সুযোগ দিলেন না? অতিথিদের জন্য নিজের ঘর খালি করে দিতেন এবং সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতেন। 'সোশ্যালিস্ট পার্টি'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৮ বছর পর্যন্ত দেশের সাংসদ ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত আহমদী ছিলেন। জামা'তের নিবন্ধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জামা'তের সম্পত্তি তার নামেই ছিল। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ২০১২ সালে আমি সেনেগালে আসার পর জামা'তের নিবন্ধন হয়ে গেলে মরহুম বলেন, জীবনের কোন ভরসা নেই, আমানতস্বরূপ জামা'তের যে সম্পত্তি রয়েছে তা আপনি দ্রুত জামা'তের নামে (নিবন্ধন) করিয়ে নিন। তিনি লিখেন, জামা'তের যেকোন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি সর্বদা প্রথম সারিতে থাকতেন। একজন মিশনারীর চেয়েও অধিক কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ তাম্বাকোণ্ডা রিজিয়নের আহমদীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় আমেলাতেও তিনি সেক্রেটারী উমুরে খারেজা হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। জামা'তের স্কুল নির্মাণের জন্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৩ একর জমি দান করেছেন। অনুরূপভাবে জামা'তের রিজিওনাল মিশন হাউসের জন্যও আরো ৩ একর জমি রেখে যান এবং মৃত্যুর আগে ৬ একর জমির দলিলপত্র আমাদের মুবাল্লেগ ডেকো মীর সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এটি জামা'তের আমানত, যত্ন করে রাখবেন। তিনি বলেন, আমি গিনি কোনাক্রি যাচ্ছি, জানি না আর ফিরে আসব কিনা।

এখানেও জলসাতে আসতেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে বেশ কয়েকবার এসেছেন। সর্বশেষ তিনি ২০১৯ সালের জলসায় এসেছিলেন আর আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। (সাক্ষাতের সময়) সেখানকার স্থানীয় আমীর সাহেবকে তিনি বলেন, জীবনের কোন ভরসা নেই তাই আমার ইচ্ছা, যুগ খলীফার সামনে বসে যেন বেশি সময় ধরে তাঁকে দেখতে পাই। অতএব তিনি বসে থাকেন আর সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে।

মওলানা মনোওয়ার খুরশীদ সাহেব বলেন, সেনেগালে তিনি খুবই জনপ্রিয় একজন রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সেনেগালের প্রসিদ্ধ শহর তাম্বাকোণ্ডার একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তার পরিবার একটি রাজনৈতিক পরিবার ছিল। তিনি মূলত শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবতীতে রাজনীতিতে পদার্পন করেন। ১৯৯৫ সালে জাতীয় সংসদের মাহামান্য ডেপুটি স্পিকার জাগজীন সাহেবের মাধ্যমে তাঁর কাছে জামা'তের সংবাদ পৌঁছছে। এরপর স্বল্পতম সময়ের ভিতর আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ের দ্বার খুলে দেন। আর এরপর প্রশান্তচিত্তে ও স্বতস্ফূর্ততার সাথে তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতের ভুবনে পদার্পন করেন। সেনেগালে প্রাথমিক যুগে বয়আত গ্রহণকারীদের অধিকাংশই শ্রমিক কিংবা কৃষিজীবী মানুষ ছিলেন যারা তাদের সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী করত। কিন্তু তার বয়আত গ্রহণের পর থেকেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বদা হাত খুলে আর্থিক কুরবানী করার সামর্থ্য লাভ করেন। অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী একজন আহমদী ছিলেন। তার মাঝে তবলীগের এক প্রকার উন্মাদনা ছিল। যার সাথে দেখা হতো তাকেই তবলীগ করতেন, এমনকি রাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি জামা'তের পরিচয় তুলে ধরার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমের পরিচিতির গন্ডি অনেক ব্যাপক ছিল। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীকে (জামা'তের) বার্তা পেক্সঁছানোর চেষ্টা করতেন। সব সময়ই তার গাড়িতে জামা'তী পুস্তকাদি এবং বয়আত ফর্ম থাকত। মরহুমের সাথে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর পরবতী প্রজন্মের মাঝেও এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অব্যাহত রাখুন আর যারা আহমদী নয় তাদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করুন।

পরবতী জানাযা হলো শ্রদ্ধেয় মুবাশ্বের লতীফ সাহেবের। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী ছিলেন। ইদানীং কানাডায় অবস্থান করছিলেন, কিন্তু ইতিপূর্বে লাহোরে বসবাস করতেন। গত ০৫ মে তারিখে ৮৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজেউন । আল্লাহ্ তা'লা, রসূলুল্লাহ্ (সা.), হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। তার নানা মোহতরম শেখ মেহের আলী সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হুশিয়ারপুরে তার বাড়িতেই চিল্লা করেছিলেন যেখানে আল্লাহ্ তা'লা তাকে মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-সংক্রান্ত শুভসংবাদ দান করেন। মুবাশ্বের লতিফ সাহেব দীর্ঘ ১৭ বছর লাহোরের ফয়সাল টাউন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পাকিস্তানে উকিলদের টিমের তিনি সদস্য ছিলেন আর এজন্য তিনি গর্ববোধ করতেন। তিনি অনেক বন্দির সেবা ও সাহায্য করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তিনি সেই ৩জন উকিলের ১জন ছিলেন যারা ১৯৭৪ সালে জামা'তের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ৪৬ বছর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজে পড়াতেন। লাহোরের মডেল টাউন মসজিদে হামলার সময় তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর বিশেষ কৃপায় তিনি বেঁচে গেলেও তার ছোট ভাই নাঈম সাজেদ সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আর এরপর তিনিও কানাডা চলে যান। নিয়মিত নামায ও রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিলেন এমনকি নিয়মিত তাহাজ্জুদও পড়তেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। আল্লাহর কৃপায় ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিনি ৬জন কন্যা এবং অনেক দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততি রেখে গেছেন।

লাহোরের আমীর মালেক তাহের সাহেব লিখেন, মোহতরম ব্যারিস্টার মুবাশ্বের লতিফ সাহেব একজন যোগ্য ও উচ্চশিক্ষিত আইনজীবী ছিলেন। এখান থেকেও তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন এবং জুডিশিয়ারিতে তার অনেক সম্মান ছিল। ১৯৮৪ সালে যখন আমাদের যুবকদের বিরুদ্ধে 'কলেমা তৈয়্যবা'-সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয় তখন তাদের হাজিরা হচ্ছিল সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। যদিও মুবাশ্বের সাহেব হাইকোর্ট অপেক্ষা নিম্ন আদালতে কেস লড়তেন না তথাপি জামা'তের স্বার্থে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও দাঁড়াতেন। জামা'তের মামলাগুলোতে তিনি নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আইনগত পরামর্শ দিতেন। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য বিচারকও তার ছাত্র ছিল। কিন্তু এসব ছাত্রের সামনে দাঁড়াতেও তিনি কোন ধরণের সংকোচ বোধ করতেন না। সাধারণত সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের আইনজীবীরা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কেস লড়ে না। মুশিরে কানুনী তথা 'আইনী উপদেষ্টা মুবারক তাহের সাহেব বলেন, মুবাশ্বের লতীফ সাহেবের ধারাবাহিক জামা'তী সেবার সূচনা হয় ১৯৭৪ সালে। তিনি সামদানী কমিশনে অ-আহমদী উকিল ইজাজ হোসেন বাটালভী সাহেবকেও আইনি পরামর্শ দিয়েছেন। ৮৪ সালের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে শরিয়তি আদালতে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল সেই প্যানেলেও মুবাশ্বের লতীফ সাহেব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ন্যায় বিচার হলে এই কেইসের কোন ভিত্তিই ছিল না জানাও ছিল কিছুই হবে না তথাপি তিনি এবং তার সঙ্গীসাথিরা মিলে অত্যন্ত পরিশ্রম করে সমস্ত কেস প্রস্তুত করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার মর্যদা উন্নীত করুন আর তার পরিবারপরিজনকে তার পুণ্যকর্মগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

ইনশাআল্লাহ্ নামাযের পর তাদের সকলের জানাযাও পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কেরে তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

****

রাশিয়ান, উযবুক, কাযাক, কিরগিয, তাযিক ভাষায় প্রাপ্ত চিঠির উত্তরও এরাই দিয়ে থাকেন। কুরআনের রাশিয়ান অনুবাদের চতুর্থ সংস্করণের রিভিউ এবং প্রুফ রিডিং এর কাজ চলছে। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)এর মালফুযাতের দশটি খণ্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে। রিভিউ, প্রুফ রিডিং এর কাজ চলছে। রাশিয়ান ওয়েবসাইট এর বিষয়ে বলতে গেলে এটি ২০১৩ সালে আরম্ভ হয়। এর মধ্যে সমস্ত খুতবা জুমা এবং অন্যান্য ভাষণাদি রাশিয়ান ভাষায় নিয়মিত আপলোড করা হয়। এছাড়াও যে সমস্ত পুস্তকের রাশিয়ান অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সেগুলি সেই সঙ্গে ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হতে থাকে। বছর ব্যাপী দশ হাজারের বেশি মানুষ এই ওয়েব সাইট ভিজিট করেছেন। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামেও পনোরো লক্ষেরও বেশি মানুষ ভিজিট করেছেন।

এরপর রয়েছে উযবিক ওয়েব সাইট, এতেও খুতবা এবং ভাষণ এবং আমার ভাষণ ছাড়াও আরও অন্যান্য জামাতী অনুষ্ঠান আপলোড করা হয়েছে।

কিরঘিয ভাষায় জামাতের ওয়েব সাইট রয়েছে। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত কিরঘিয জাতির জাতির কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পোঁছে দেওয়া হচ্ছে। বছর ব্যাপী দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ ওয়েব সাইটি ভিযিট করেছেন। এই ওয়েব সাইটে উপলব্ধ তথ্যের মধ্যে কুরআন করীমের ত্রিশ পারার তিলাওয়াত ভিডিও সহযোগে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও আরও অনেক লিটেরেচার রয়েছে।

বাংলা ডেস্ক: এম.টি.এতে চল্লিশ ঘন্টার বাংলা লাইভ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬৯টি নতুন বয়আত হয়েছে। কুরআন করীমের বাংলা অনুবাদের রিভিউ দেখা হচ্ছে। বর্তমানে পঁচিশতম পারা রিভিউ দেখা হচ্ছে। এছাড়াও আরও অনেক কাজ রয়েছে যা বাংলাডেস্ক এর সোপর্দ করা হয়েছে।

চিনী ডেস্ক: চিনী ডেস্ক এবছর লাইফ অফ মুহাম্মদ এবং টেন প্রুফ ফর দ্যা এক্সিসটেন্স অফ গড- পুস্তকদুটির অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক রয়েছে, যেগুলির মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি পুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তকও রয়েছে। এগুলিও প্রায় প্রস্তুতির শেষ পর্বে রয়েছে, ছাপানোর জন্য পাঠানো হবে।

ইন্ডোনেশিয়ান ডেস্ক: যখন থেকে এখানে ইন্ডোনেশিয়ান ডেস্ক খোলা হয়েছে, তাদের ভাষাতেও এখন জুমার খুতবা সরাসরি অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বছর ব্যাপী ২২০টি অনুষ্ঠানের অনুবাদ হয়েছে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর পুস্তকাবলী এবং অন্যান্য বই পুস্তকের অনুবাদ করা হয়েছে। ইতমামে হুজ্জাত, সীরাজে মুনীর, মালফুযাত ২য় খণ্ড, সাচ্চাই কা ইযহার এবং আরও অনেক পুস্তক।

সোয়াহীলি ডেস্ক: এর জন্য এখানে যুক্তরাজ্যেও ডেস্ক স্থাপন হয়েছে। এম.টি.এ আফ্রিকায় সম্প্রচারিত সমস্ত অনুষ্ঠানের সোয়াহীলি ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এম.টি. এ আফ্রিকার জন্য কুরআন করীমের সোয়েহিলী অনুবাদ রেকর্ড করানো হচ্ছে। এবছর পনেরো পারার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পুস্তকাবলীর অনুবাদের কাজও হচ্ছে।

স্পেনিশ ডেস্ক: কেন্দ্রীয় স্পেনিশ ডেস্ক যেদিন থেকে স্থাপিত হয়েছে, যেটি স্পেনে অবস্থিত এবং সেখান থেকেই সরাসরি কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কয়েকটি পুস্তকের অনুবাদের কাজ তারা সম্পূর্ণ করেছে। ইনশাআল্লাহ্ সেগুলি শীঘ্রই ছাপানোর জন্য পাঠানো হবে। এছাড়াও আরও অনেক কাজ তাঁরা করেছেন, এবং খুব ভাল কাজ করছেন। স্পেনিশ ওয়েবসাইট এবং সোশাল মিডিয়ায় মাসে ২২ হাজার মানুষ ভিজিট করেন। আর রমযান মাসে এই সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার। এছাড়াও ফেসবুকে একাধিক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে হাজার হাজার স্পেনিশ মানুষের কাছে বার্তা পোঁছাচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বল্পদৈর্ঘের ভিডিও তৈরী করে ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হচ্ছে। ব্রাজিলের এক ভদ্রলোক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং পরবর্তীকালে বয়আত করেন। অনুরূপভাবে আর্জেন্টিনার একজন সাংবাদিকও যোগাযোগ করেন, যিনি পরবর্তীতে পত্রিকায় জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

ওয়াকফে নও স্কীম: এই প্রতিষ্ঠানটিও এখন অনেক সুসংহত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীব্যাপী ওয়াকফীনে নওদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২ হাজার, ৯৩২ জন। যাদের মধ্যে ৪৩ হাজার ২৮১জন ছেলে এবং ২৭ হাজার ৯৯৪ জন মেয়ে। এবছর যোগদানকারী নতুন ওয়াকফে নও এর সংখ্যা হল ৩হাজার ৯৯৪জন। পনেরো বছরের উর্ধ্বে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা হল ৩২ হাজার ৩১৯ জন। যাদের মধ্যে ২০ হাজার ৯২০ জন ছেলে এবং ১১ হাজার ৩৯৯ জন মেয়ে। এই প্রতিবেদন অনুসারে ওয়াকফে নও নবায়নকারী যে সমস্ত ওয়াকফে নওদের ফর্ম প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলির মোট সংখ্যা ১৫ হাজার। যে সমস্ত বড় দেশগুলিতে ওয়াকফে নও রয়েছে, তাদের মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম। যেখানে ৩৪ হাজারের বেশি ওয়াকফে নও রয়েছে। জার্মানীতে রয়েছে ৯ হাজারের কিছু বেশি, যুক্তরাজ্যে ৬ হাজারের বেশি এবং ভারতে ও কানাডায় ৪ হাজারের বেশি। এছাড়াও প্রত্যেক দেশেই আছে। আমি প্রমুখ দেশগুলির কথা উল্লেখ করলাম।

আল ইসলাম ওয়েব সাইট: বর্তমানে ৩১০টি পুস্তক ইংরেজিতে এবং এক হাজারটি উর্দু ভাষায় ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। বছর ব্যাপী বারোটি নতুন বই ইংরেজি ভাষায় এ্যাপেল, গুগল এবং আমাযনে প্রকাশিত হয়েছে। এইরূপে এই প্লাটফর্মে উপলব্ধ পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৬টি। যাইহোক অনেক তথ্য আল ইসলাম-এর আপলোড করা হয়েছে। তাদের সংগঠন অনেক ভাল কাজ করছে,যাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাসেবী। আর কোনও না কোনও নতুন অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে।

রিভিউ অফ রিলিজিয়নস: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রবর্তিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই পত্রিকা এখন ১১৮ বছর পূর্ণ করেছে। পত্রিকাটি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ এবং জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। আর প্রত্যেক ভাষায় রিভিউ অফ রিলিজিয়নের ওয়েবসাইট এবং সোসাল মিডিয়া চ্যানেলও রয়েছে। ইংরেজি পত্রিকা মাসিকভাবে প্রকাশিত হয়, অপরদিকে অন্যান্য পত্রিকাগুলি ত্রৈমাসিকভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও প্রতি সপ্তাহে অনলাইন সংস্করণও প্রকাশিত হচ্ছে। রিভিউ অফ রিলিজিয়নস পত্রিকাটি ইংরেজি ভাষাভাষীর মানুষের কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাণী পোঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে জার্মানী এবং স্পেনিশদের মাঝেও এখন এই বার্তা পোঁছে যাচ্ছে।

সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে রিভিউ অফ রিলিজিয়ন খুব ভাল কাজ করছে, যার মধ্যে টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম উল্লেখযোগ্য। গত বছর পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি মানুষ আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়েছেন। সোসাল মিডিয়া সংক্রান্ত পরিকল্পনার অধীনে এবছর প্রতিদিন বা প্রতি দুই দিনে একটি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। আর এটিও আনন্দের বিষয় যে লকডাউনের মধ্যে মানুষের অন লাইন প্রবন্ধ পাঠের প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সময়কালে ১২০টি প্রবন্ধ অন-লাইনে প্রকাশিত হয়েছে।

রিভিউ অফ রিলিজিয়নস এর একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে যা সত্তর হাজার মানুষ সাবস্ক্রাইব করেছেন। কেবল গত বছরই আমাদের ভিডিও সতেরো লক্ষ বার দেখা হয়েছে।

আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল: ১৯৯৪ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আর এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০১৯সালের ২৭ শে মে থেকে সপ্তাহে দুই বার (শুক্র ও মঙ্গলবার) প্রকাশিত হচ্ছে। আর দারুন আকর্ষণীয় রঙীন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আল হাকাম ইংরেজি: নিয়মিত সাপ্তাহিক সময়কালে এই পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে কোরোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন কালে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংবাদ পত্রে জামাতীয় সংবাদ এবং প্রবন্ধ প্রকাশের রিপোর্ট: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় জামাত সংক্রান্ত যে সমস্ত সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার নিজ কৃপাগুণে গ্রহণীয়তার যে বিশেষ হাওয়া চালিয়েছেন, এতে ব্যাপকহার জামাতের প্রতি মিডিয়ার মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ২ হাজার ৫৪৪ টি সংবাদ পত্রিকা ১২ হাজারটি ৪৫৩টি জামাত সংক্রান্ত নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশ করেছে। এই সংবাদপত্রিকাগুলির পাঠক সংখ্যা ৫২ কোটির বেশি।

প্রেস ও মিডিয়া অফিস: বছরব্যাপী আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রেস ও মিডিয়ার দল একাধিক প্রকল্পে কাজ করার তৌফিক লাভ করেছে, যার মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে জামাতের সংবাদ পৌছেছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পোস্ট শেয়ার করা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে ৩১ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে বার্তা পোঁছেছে। প্রেস ও মিডিয়া অফিসের একাধিক

সাংবাদিককে মসজিদে আসার আমন্ত্রন জানানো হয় এবং এবছর অনেক খ্যাতনামা সাংবাদিক সহ প্রায় একশ সাংবাদিক মসজিদে এসেছেন।

প্রেস ও মিডিয়া বিভাগ ভারতের পক্ষ থেকে কোরোনা ভাইরাস সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যপকহারে মিডিয়ার লোকেদের মাঝে তা প্রচার করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সেখানকার এডভকেট সাহেব লেখেন,নিবন্ধ পাঠের পর কেউ একথা বলতে পারে না যে নিযামুদ্দীনের যে কাণ্ড ঘটেছে (সেখানে একত্রে তবলীগি জামাতের ঘটনা ঘটেছিল, যা নিয়ে ভারতে তুমুল হইচই হয়), তার সঙ্গে ইসলাম বা আহমদীয়াতের কোনও সম্পর্ক আছে। আসলে এটি মানুষের অসতর্কতা এবং চিন্তাভাবনার ভুল। ইসলাম তো শুরু থেকেই মহামারির জনিত রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক করে আসছে। তিনি বলেন, আপনাদের নিবন্ধ উৎকৃষ্ট মানের এবং অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমি আশা করি এর শুভপরিণাম প্রকাশ পাবে।

'মাখযানে তাসাভীর বিভাগ': তাহের হাউসে এর অফিস এবং অন্যান্য প্রদর্শনী রয়েছে। যেমন ভিজিট আশা করা হয়েছিল, আমার রিপোর্ট অনুসারে তদনুরূপ ভিজিট এখনও পর্যন্ত হয় নি। বেশি বেশি দেখা উচিত। ইদানিং পরিস্থিতি প্রতিকুল রয়েছে, কিন্তু সাধারণ দিনগুলিতেও বেশি ভিজিট হওয়া উচিত, জামাতের ইতিহাস সম্পর্কে মানুষ এর মাধ্যমে পরিচিত হয়। এবছর এযাবৎ প্রায় ২৫টি দেশ থেকে ৯১৩জন দর্শনার্থী এখানে এসেছিলেন। এই সংখ্যা খুবই সামান্য। এই অফিসের চিত্র-প্রদর্শনী নিয়মিত আপডেট করা হয়ে থাকে।

আহমদীয়া অর্কাইভ ও রিসার্চ সেন্টার: এই বিভাগের অধীনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খোলাফায়ে আহমদীয়াতের 'তাবার্রুকাত' (আশিসমণ্ডিত বস্তুসমূহ) সংরক্ষণের কাজ অব্যাহত আছে। আর পাশ্চাত্যের যে সমস্ত গবেষক জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে গবেষণা করছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আর তাদেরকে সত্য ভিত্তিক তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও জামাতের ঐতিহাসিক নথিতে সংশ্লিষ্ট তথ্যের পক্ষ থেকে তাদের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এরা ভাল কাজ করছে, অনেক নথি তারা সংগ্রহ করেছে।

এম.টি.এ আফ্রিকা: ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে এম.টি.এ আফ্রিকার সূচনা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এটি বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। এবং এর মাধ্যমে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় জামাতের বাণী পোঁছে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এম.টি.এ আফ্রিকার দুটি চ্যানেল বিভিন্ন ভাষায় দিবারাত্র সম্প্রচার করছে। এবছর বিভিন্ন স্টুডিওতে ইউরোবা,হাউসা,চুই, সোয়াহীলি, ফ্রেঞ্চ এবং কারিয়োল ভাষায় ছশটির বেশি অনুষ্ঠান তৈরী করা হয়েছে। ঘানাতেও খুব সুন্দর স্টুডিও তৈরী করা হয়েছে, যার নাম ওয়াহাব আদম স্টুডিও। অনেকগুলি লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে আর আফ্রিকায় প্রথমবার কুরআন করীমের তিলাওয়াত প্রতিযোগিতাও ওয়াহাব আদম স্টুডিও থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে।

গ্যাম্বিয়ায় টিভি চ্যানেল এবং স্টুডিও তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এবছর এম.টি.এ আফ্রিকা গ্যাম্বিয়ায় একটি স্টুডিওর কাজ শেষ করেছে, যেখান থেকে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচার করা যাবে। আর গাম্বিয়ায় বহু রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবি এম.টি.একে এখন সমীহের দৃষ্টিতে দেখেন।

ক্যামেরুনের মুবাল্লিগ ইনচার্জ লেখেন, খোদা তা'লার কৃপায় ক্যামেরুনের ১৩০ টি ছোট বড় শহরে এম.টি.এ আফ্রিকার কেবল সিস্টেমের মাধমে দেখা হচ্ছে। অনুরূপভাবে এম.টি.এ আল আরাবী-ও উত্তরের তিনটি অঞ্চলে দেখা হচ্ছে। আর এম.টি.এর মাধ্যমে ক্যামেরুনে এক কোটির বেশি মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পোঁছে যাচ্ছে। ক্যামেরুনে এম.টি.এ ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ- দুটি ভাষাতেই দেখা হচ্ছে। উত্তরের তিনটি অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত, সে কারণে উলেমারা এম.টি.এ আল আরাবিয়া খুবই আগ্রহসহকারে দেখে এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মোশি অঞ্চলে আমাদের দুইজন মুয়াল্লিম প্রচারাভিযানে শহর থেকে প্রায় সত্তর কিমি দূরের একটি গ্রামে যান আর সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তবলীগ করতে শুরু করেন। এক নাপিতের দোকানে তিনি দেখেন এম.টি.এ আফ্রিকার সম্প্রচার দেখা হচ্ছে। তিনি দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি আহমদী? তিনি উত্তর দেন, আহমদী নই, কিন্তু পাগড়ি পরিহিত এই ব্যক্তির খুতবা প্রচারিত হয় এবং আরও অন্যান্য অনুষ্ঠান হয় যেগুলি জ্ঞানগর্ভ এবং আধ্যাত্মিক। আমি সেগুলি নিয়মিত শুনি। এই জন্য আমি এই ইসলামিক চ্যানেলটি পছন্দ করি। যাইহোক এরপর তার বাড়ি গিয়ে মুয়াল্লিমগণ ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বার্তা দেন। যে সমস্ত আহমদীরা এম.টি.এর প্রতি মনোযোগ দেয় না, আর হয়তো সপ্তাহে তারা একদিনই এম.টি. দেখে, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি তারা এম.টি.এর শোনেন, তবে অনেকাংশে তাদের জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক তেষ্টার নিবারণ হতে পারে এবং পরিবারেও তরবীয়তের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

আজকাল কোরোনার কারণে বিভিন্ন রিপোর্টে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এম.টি.এ শোনার প্রতি ঝোঁক বেড়েছে, আর আমরা একসঙ্গে বসে শুনি, কম সময়ের জন্য হলেও, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

বুর্কিনাফাসোর দিদগো রিজিওয়ন এ একটি জামাত রয়েছে, সেখানকার মুয়াল্লিম জামাতের মানুষদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করে লেখেন, আমাদের জামাতে প্রথমবার এম.টি.এ লাগানোর পর মানুষ যখন প্রথমবার যুগ খলীফাকে দেখল, তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল আর তাদের চেহারায় আনন্দ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল।

আহমদীয়া রেডিও স্টেশনস: এবছর দুটি নতুন রেডিও স্টেশনের সংযোজন হয়েছে। ফলে এখন মোট রেডিও স্টেশনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৭টি। এর মধ্যে মালির ১৭টি, বুর্কিনাফাসো, সিরালিওন, তানযেনিয়া এবং গাম্বিয়ায় একটি করে। এখানে যুক্তরাজ্যে 'ভয়েস অফ ইসলাম' ও কাজ করছে এবং খুব ভাল কাজ করছে।

গতবছর ডিসম্বরে কঙ্গো কানশিসা রেডিও ইসলামিক আহমদীয়া নামে তাদের প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপনের তৌফিক লাভ করে। সেখানকার মুতাদি অঞ্চলের মুবাল্লিগ লেখেন, রেডিও আহমদীয়া কঙ্গোর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এলাকার স্থানীয় চার্চের প্রধান পাদ্রী ইসহাক সাহেবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে ইসলাম আহমদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষা জানার পর বলেন, আমি গত কয়েক দশক থেকে মুসলমানদের কাছে একথাই শিখেছি যে ইসলাম জাদু, তাবিযগণ্ডা এবং তন্ত্র-মন্ত্রের ধর্ম, যে কারণে কখনওই ইসলামের প্রতি আমার মনোযোগ সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু এখানে যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভুতি, প্রেম ও সংবেদনশীলতার ইসলামি শিক্ষা বর্ণনা করা হচ্ছে, তা আমার পূর্ব জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। আমি আনন্দিত যে এখন আহমদীয়া রেডিওর মাধ্যমে আমরা ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে পারব।

বুর্কিনাফাসোর বানফোরা রিজিওনের মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, 'শহরের স্থানীয় রেডিওয় জামাতী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর মধ্যে লাইভ অনুষ্ঠানও রয়েছে। একদিন এক ব্যক্তি ফোন করে বলেন, তিনি বানফোর শহরের বাসিন্দা আর নিয়মিত জামাতের প্রচার অনুষ্ঠান শোনেন। আর একথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। তাই আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। কেননা বর্তমানে জামাত ছাড়া অন্য কোথাও ইসলামের সঠিক শিক্ষা চোখে পড়ে না। সবাই পরস্পর বিবাদে অনেক বেশি জড়িয়ে আছে,যা থেকে আমরা কখনও বের হয়ে আসতে পারব না। অতএব আজ প্রকৃত শান্তি কেবল আহমদীয়াতেই রয়েছে।

এরপর কঙ্গো কানশাসায় এক জামাতের মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন, আহমদীয়া রেডিওর নিরাপত্তা কর্মীরা একদিন জামাতের 'দ্যা ট্রু স্টোরি অফ জেসাস ' পড়ছিলেন। রিফর্মার চার্চের পাদ্রী সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় সেই বইয়ের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়লে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন্ বই পড়ছেন? ঈসা সাহেব তাঁকে বইটি দেখতে দেন। এর শিরোণাম দেখে পাদ্রী সাহেবের মনে কৌতুহল সৃষ্টি হয়। তিনি বইটি পড়ার জন্য চেয়ে নেন। পরের দিন রেডিওয় এসে ইসলাম এবং ঈসা (সা.)-এর জীবন সক্রান্ত অনেক প্রশ্ন করেন। যখন তিনি সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেলেন, তখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলতে লাগলেন যে এটিই তো হযরত ঈসা (আ.) এর প্রকৃত মর্যদা আর এটিই প্রকৃত ঘটনা যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছে। আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে ছেড়ে আসার আমার জন্য খুব কঠিন। এখন যদি সাহস থাকত তবে তৎক্ষণাৎ জামাতভুক্ত হয়ে জামাতের তবলীগের কাজ শুরু করে দিতাম। কিন্তু আমার কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। এর পর বলেন, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেই ঈমান শক্তি দিন যাতে আমি পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে প্রকৃত বাণী গ্রহণকারী

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 15 Oct, 2020 Issue No.42

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হতে পারি।

এরপর রয়েছে অন্যান্য টিভি অনুষ্ঠান। এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার ছাড়া জামাত আহমদীয়া ৮৪টি দেশে টিভি এবং রেডিও চ্যানেলে ইসলামের শান্তিপ্রিয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এবছর এগারো হাজার ৬৩টি টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৬ হাজার ৮৪২ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আর রেডিও স্টেশন ছাড়া বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশনে ১৮ হাজার ৪৭৯ ঘন্টা দৈর্ঘের ২২ হাজার ১৬৭টি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। আর টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে প্রায় ৫২ কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

সেনেগালের আমীর সাহেব লেখেন, আম্বুর শহরে লোকাল টিঠি স্টেশনে, যা ইউটিউবে প্রচারিত হয়, সেখানে আমার খুতবা শোনানো হয়। এখানে লন্ডন থেকে যে এমটিএর সম্প্রচার হয়, তা থেকে শোনান। এর মাধ্যমে এক ব্যবসায়ী পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর এই টিভি স্টেশনের মালিক জলসা সালানা জার্মানীতেও এসেছিলেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতও করেছিলেন।

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ আহমদীয়া আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারর্স: এরাও বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছেন। ওয়াটার ফর লাইফ,সোলার সিস্টম এবং তৃতীয়টি হল আফ্রিকার অভাবপীড়িত দেশগুলিতে আদর্শ গ্রাম রূপায়ণ করা। চতুর্থ, নির্মাণ সংক্রান্ত কাজগুলি। সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইউকে, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ঘানা, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশগুলি থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স এবং আর্কিটেক্ট, ইলিকট্রিশিয়ানস, প্লাম্বার এবং অন্যান্য পেশায় দক্ষ ব্যক্তিরা সেবারত আছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরা সারা পৃথিবীতে খুব ভাল কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত এদের মাধ্যমে মোট ২হাজার ৮শর বেশি গ্রামে নলকুপ বসেছে এবং এর মাধ্যমে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আদর্শ গ্রামের যতটা কাজ হয়েছে, এখন পর্যন্ত নয়টি দেশে আদর্শ গ্রামের মোট সংখ্যা ১৯টি।

ভারতের কাংড়া থেকে ওয়াকফে জাদীদের মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন, সেখানে পানীয় জলের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। তাই টিউব ওয়েল খননকারী মেশিন অপারেটর সেখানে আসা মাত্রই বলেন, আমি চারটি মসজিদে গিয়েছি আর দুইবার করে খনন করে দেখেছি, কিন্তু সফল হই নি। তাই পানি বেরিয়ে আসবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারব না। যাইহোক তাকে বলা হয় যে, আপনি উপযুক্ত জায়গা দেখে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খনন কার্য শুরু করুন। জামাতকে বলেন দোয়া করতে এবং সদকাও দেওয়া হয়। ত্রিশ ফুটের মধ্যে পানির লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে এর পর সওয়া তিনশ ফুট খনন করার খুব ভাল পানি আসতে শুরু করে। মেশিন অপারেটর বলেন, আপনাদের পদ্ধতি দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, কিভাবে আপনাদের দোয়া ও সদকার মাধ্যমে এখানে পানি বেরিয়েছে, যেহেতু খননকার্য পাথুরে জমিতে করা হয়েছি আর এটি খুবই কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পানিও বের হল আর সেই পানি সুস্বাদুও ছিল। এখন পুরো গ্রামের মানুষ এখন এই পানি ব্যবহার করছে।

গিনি কুনাকিরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ লেখেন, 'আমি এক প্রত্যন্ত গ্রামে গেলে এক মহিলা আমাকে বলেন, আপনাকে আমি একটি জায়গা দেখাতে চাই। সেখানে বিন্দু বিন্দু পানি চুইয়ে পড়ছিল, যা নিকটবর্তী পাহাড় থেকে আসছিল। তিনি বলেন, পুরো গ্রামের মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ এখান থেকে নিজেদের পানীয় জলের চাহিদা পুরণ করছে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, সরকার কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু পানি বের হত না। যাইহোক তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করে দেখব, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। কূপ খননকারী একটি কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিই , আর আল্লাহ্‌র কৃপায় দুই সপ্তাহ পরে সেখানে পানি বেরিয়ে আসে। আর ল্যাবেরটরি টেস্টে জানা যায় যে সেখান বিদ্যমান কূপ গুলির মধ্যে সেটির পানিই সব থেকে উৎকৃষ্ট মানের ছিল। এখন লোকেদের বিশ্বাস জন্মেছে যে জামাত আহমদীয়াই আল্লাহ্ তা'লার এই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জামাত আর দোয়া ও সদকার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর এই কৃপা করেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট: বিগত ২৬ বছর যাবৎ মানবতার সেবায় নিয়োজিত সংস্থা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৫৪টি দেশে নথিভুক্ত রয়েছে। এবছর কঙ্গোয় মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ, গোয়েটেমালা, ইন্ডোনেশিয়া, মালি, বেনিন, নাইজার সেনেগাল এবং আরও অনেক দেশে মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিছু কিছু স্থানে আরম্ভ করা হয়েছে। এছাড়াও নলকূপ বসানোর কাজ এবং অন্যান্য আপাতকালীন সহায়তার কাজও এরা করছে,আর তা খুব সুষ্ঠভাবে। এবছর যে সব দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রের আয়োজন তারা করেছে, সেগুলির মোট সংখ্যা ৩৪৫টি। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই সমস্ত চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে ২লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি মানুষের চিকিৎসা করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। এই সংগঠন সেই সমস্ত স্থানেও গিয়েছে যেখানে কোনও চিকিৎসা সহায়তা পাওয়া যায় না।

বিনামূল্যে চোখের অপারেশন: হিউম্যানিটি ফার্স্ট বিভিন্ন দেশে দারিদ্রক্লীষ্ট মানুষদের নিঃখরচায় চোখের অপারেশন করার তৌফিক লাভ করেছে। এবছর এই কর্মসূচির অধীনে বুর্কিনাফাসো, ইন্ডোনেশিয়া, নাইজেরিয়ায় পাঁচশ বিরানব্বইটি অপারেশন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫ হাজার ৩১৫ জন ব্যক্তিকে বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়েছে। বুর্কিনাফাসোতে এখনও পর্যন্ত ৮হাজার ৫৯৫ টি চোখের অপারেশন করা হয়েছে বিনামূল্যে। অনুরূপভাবে রক্তদানও করা হয়েছে। কয়েক হাজার বোতল রক্ত বিভিন্ন দেশে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপে মানবসেবামূলক আরও অনেক কাজ করা হয়েছে, দান করা হয়েছে এবং মানুষের অন্যান্য আবশ্যকীয় চাহিদাবলী পুরণের প্রতি যত্নবান থেকেছে। বিশেষ করে, ভাইরাস জনিত রোগব্যাধির দিনগুলিতে এই সেবামূলক কাজগুলি জনসমাজে সমাদৃত হয়েছে।

এম.টি.এ ইন্টার ন্যাশনাল এর অফিসের যতদূর প্রশ্ন, বর্তমানে এর ষোলোটি বিভাগ রয়েছে, যেখানে ৪৯৬ জন কর্মী দিবারাত্র সেবারত রয়েছে। ২৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ এবং ১৪২ জন মহিলা। তাদের মধ্যে ৭৯ জন কর্মী বেতনভুক্ত। ২০০০ সালের ২৭ শে মে এতে আরও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আর এম.টি. এ এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পূর্বের পাঁচটি চ্যানেলের স্থানে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে ৮টি চ্যানেলের সূচনা হয়েছে, যেগুলিতে এখন চব্বিশ ঘণ্টা সম্প্রচার অব্যাহত রয়েছে।

এম.টি.এ ২০১৪ সাল থেকেই সাবটাইটিলিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুবাদ প্রচার করছে। এবছর এই অনুবাদের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ করা হয়েছে। যেগুলি হল ইংরেজি, উর্দু, আরাবী, ফ্রান্সিসী, জার্মান, হাস্পানবী, ফার্সি, ইন্ডোনেশিয়ান, জাপানি এবং পোলিশ।

এম.টি.এ সোশাল মিডিয়া অন লাইন সার্ভিসেরও সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। এম.টি.এ অন লাইন সার্ভিসে ২০২০ সালের মে মাস থেকে এম.টি.এর ছয়টি চ্যানেলের স্ট্রীমিং করা হচ্ছে, গত বছর এই সংখ্যা ছিল পাঁচটি। এই মূহুর্তে আরও দুটি চ্যানেলের স্ট্রীমিংএর প্রস্তুতি চলছে। আর অচিরেই মোট আটটি চ্যানেলের মাধ্যমে স্ট্রীমিং ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সোশাল মিডিয়া বা প্লাটফর্মে পাওয়া যাবে। (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir